আসবাকুল মা'রিফাত

(মা'রিফাতের পাঠ)

সম্পাদনা পরিষদ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ

KAA Publication

খানক্বায়ে আমীনিয়া আসগরিয়া

আলী সেন্টার, সুবিদবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।

আসবাকুল মা’রিফাত

(মা’রিফাতের পাঠ)

সম্পাদনা পরিষদ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার [৪র্থ তলা], সুবিদবাজার, সিলেট।

আসবাকুল মা'রিফাত
(মা'রিফাতের পাঠ)

প্রকাশক
শায়খ মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী
সম্মানিত পরিচালক: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া।
০১৭৩৭-৯১৩৪৬৩

প্রথম প্রকাশ
১৫/১২/২০২০

কম্পিউটার কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা
ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

মুদ্রণ
হরফ মিডিয়া
বন্দরবাজার, সিলেট - ৩১০০।
মো: +৮৮০১৭২৩০৯৫৩৭৬।

হাদিয়াঃ ৫০ টাকা

বিষয়সূচি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

আমাদের আরজ

আলহামদুলিল্লাহ! তাযকিয়ায়ে নফসের গুরুত্বপূর্ণ দিক তথা শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক তাসবিহাত এবং জিকির-আজকার আদায়ের সবকসম্বলিত এই কিতাবখানা আমরা সবার জন্য প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছি।

এই বইয়ে মোট ১৩টি সবক স্থান পেয়েছে। মুরিদীন ও মুহিব্বীনের জন্য সবকগুলো একে একে অনুশীলন করা একান্ত জরুরী। ইনশাআল্লাহ '**খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া**'য় নিয়মিত এই অনুশীলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে সবাই আমন্ত্রিত।

তাসাওউফের রাস্তায় প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে কোনো হক্কানী মুর্শিদের হাতে বাইআত গ্রহণ করা। অর্থাৎ মুরিদ হওয়া। মুর্শিদ নতুন মুরিদকে প্রাথমিক কিছু তাসবিহাত ও জিকির-আজকারের সবক দেবেন। মুরিদকে অবশ্যই এগুলো মুর্শিদের নির্দেশ মুতাবিক নিয়মিত পালন করতে হবে। মুরিদের হালের মধ্যে পরিবর্তন আসলে একমাত্র নিজের মুর্শিদকে অবগত করা জরুরী। মুর্শিদ তখন প্রয়োজনে তাসবিহাত ও জিকির আজকারের সবক পরিবর্তন করে দেবেন। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের কিছু আহরিত বাণীসহ এই বইয়ে প্রাথমিক থেকে উচ্চ পর্যায়ের তাসবিহাত ও জিকির-মুরাক্বাবার সবকসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্যই এসব সবক মুতাবিক আমল করার পূর্বে স্বীয় মুর্শিদের অনুমতি প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের উপদেশ হলো যারতার মুর্শিদের নির্দেশ মুতাবিক মুরিদগণ জিকির-মুরাকাবার আমল করবেন।

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই আমাদের সকল চেষ্টা। তিনি এ চেষ্টাকে কবুল করুন এবং আমাদেরকে দান করুন কামিয়াবী- দুনিয়া ও আখিরাতে। আমীন।

খলিফায়ে হযরত কুতবে যামান মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহ.
(শায়খ) মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী
পরিচালক
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার (৪র্থ তলা), সুবিদবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

পবিত্র কুরআন ও হাদিস থেকে
তাযকিয়ায়ে নফস সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

-হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবাহ কর- আন্তরিক তাওবাহ। [তাহরীম : ৮]

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

-আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল; আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। [ফাতাহ্ : ১৮]

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ * فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ * وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

-যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে; অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে; তা অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ সত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন। [ফাতাহ : ১০]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ * فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ * إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

 - হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু। [মুমতাহিনা : ১২]

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

-আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুত: তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট। [আলে ইমরান : ১৬৪]

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا * وَاتَّقُوا اللّٰهَ * إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

-রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা [হাশর : ৭]

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ * وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

-বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে [রাসূলকে] অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। [আলে ইমরান : ৩১]

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ * ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ * إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

-মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্ তা অবহিত আছেন। [নূর : ৩০]

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

-সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না। [বাক্বারাহ : ১৫২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

-হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর; এবং সকাল বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। [আহযাব : ৪১-৪২]

হাদিস শরীফে আছে:

من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان

১. "যার ভালবাসা বা শত্রুতা, দান করা বা দান না করা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে হবে, তার ঈমানই পরিপূর্ণ"। (সুনানে আবু দাউদ : ৪০৬১)

قال الله تعالى لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به

২. "আল্লাহ তা'আলা বলেন, বান্দাহ্ নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নিকটে আসতেই থাকে, শেষ অবধি আমি তাকে ভালবাসি। যখন ভালবাসি তখন আমি তার কর্ণে পরিণত হয়ে যাই, তা দিয়ে সে শুনতে থাকে, তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে দেখতে পায়।" (সহীহ বুখারি : ৬০২১)

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

৩. "তুমি এমনভাবে আল্লাহর উপাসনা করো যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো, আর যদি না দেখ তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন।" (সহীহ বুখারি, সহীহ মুসলিম)

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ

৪. “নবী-রাসূলগণই বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন, অতঃপর তাঁদের নিকটবর্তী লোকজন, এরপর তাঁদের নিকটের লোকজন।” [সহীহ বুখারি]

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

৫. “সে-ই তো মুজাহিদ যে তার নফসের সাথে যুদ্ধ করে।” [তিরমিযি]

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

৬. “পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক।” (সহীহ মুসলিম)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

৭. “সমস্ত কাজই নির্ভর করে নিয়তের উপর।” [সহীহ বুখারি]

إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلحَتْ صَلحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ

৮. “নিশ্চয় শরীরে একটি মাংসখণ্ড আছে, এটা যদি পরিশুদ্ধ হয় তাহলে সমস্ত শরীরই সুস্থ হয়ে উঠে।” [সহীহ বুখারি]

يا بني ، إن ذلك من سنتي ، فمن أحيا سنتي ، فقد أحبني ، ومن أحبني كان معي في الجنة

৯. “হে প্রিয় বৎস! এটা হচ্ছে আমার আদর্শ। যে ব্যক্তি আমার আদর্শকে জ্যান্ত করলো, সে আমাকে ভালোবাসলো। আর আমাকে যে ভালোবাসবে জান্নাতে সে আমার সাথেই থাকবে।” [আহমদ, তিরমিযি]

سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ "اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ" قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

১০. “সাইয়্যিদুল ইস্তিগ্বফার হলো, তুমি এভাবে বলবে, ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু। আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার দাস। আমি সাধ্যানুযায়ী আপনার ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞার উপর ঠিকে আছি। আমার কর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমাকে যে করুণা প্রদান করেছেন আমি তা স্বীকার করছি

এবং আমার পাপেরও স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারবে না।' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম বলেন, মু'মিন অবস্থায় কেউ যদি দিনের বেলা এই দু'আটি পড়ে এবং সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতবাসী। আর যে ব্যক্তি রাতের বেলা মু'মিন অবস্থায় এই দু'আটি পড়বে এবং প্রভাতের আগেই মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে-ও জান্নাতী।" [সহীহ বুখারি : ৫৮৩১]

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمْ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

১১. "যখনই কোনো দল আল্লাহর জিকিরের জন্যে বসে, ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে দেন। করুণা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে দেয়। তাদের উপর বর্ষণ হয় প্রশান্তি। আল্লাহর কাছে যারা আছেন তাঁদের সাথে তিনি এসব লোকদের আলোচনা করেন।" [মুসলিম : ৪৮৬৮]

قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ

১২. "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পাশে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, তোমরা আমার কাছে এ মর্মে বাইআত করো যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজের সন্তানাদিকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং সৎ কাজ সম্পাদনে অবাধ্যতা করবে না।" [সহীহ বুখারি : ১৭]

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

১৩. "[রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন] কোনো ব্যক্তি মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার সন্তানাদি, বাবা এবং সমস্ত মানুষ থেকে অধিক প্রিয় না হয়েছি।" [সহীহ বুখারি : ১৪]

তাসবিহাত ও জিকির মুরাক্বাবার সবকসমূহ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দলভুক্ত [ফিরক্বায়ে নাযিয়া] সালিকীনকে নিম্নের সবকগুলো স্বীয় মুর্শিদের অনুমতিক্রমে পালন করতে হবে।

সবক - ১

নিয়ত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য: পরকালের মুক্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। প্রথমেই আমাদেরকে নিয়ত খালিস করতে হবে।

বুখারি শরীফের প্রথম হাদিসে এসেছে: 'সমস্ত কাজই নির্ভর করে নিয়তের উপর।' পবিত্র এই হাদিসের অনুসরণে তরীকতের সালিকীনকে এভাবে নিয়ত করা চাই: "হে আল্লাহ! পরকালের মুক্তি ও আপনার সন্তুষ্টি লাভের আশায় আমি মুরীদ হওয়ার তথা তাওবাহর নিয়ত করছি। পৃথিবীতে আপনি যতোদিন জীবিত রাখবেন, আমি আপনার আনুগত্যের মধ্যে সে সময়টুকু অতিবাহিত করতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনার সাহায্য ছাড়া কোনো ভালো আমল করার ক্ষমতা আমার নেই।"

নিয়ত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। নিয়তের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "যে কোনো ফরয-ওয়াজিব কিংবা নফল আমলের জন্য আন্তরিকভাবে ইচ্ছা করা।" [আল-মাজমূ', খ. ১, পৃ. ৩১০] কিন্তু এ ইচ্ছাপোষণের পেছনে নিশ্চয় কোনো কারণ থাকে। আর এ কারণই হলো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। যেহেতু এখানে নিয়ত হচ্ছে ইবাদতের, তাই কারণ তথা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র আল্লাহকে রাজী-খুশি করা। মুরিদীন, মুহিব্বীন ও সালিকীনরা যখন তাসবিহাত এবং জিকির-মুরাক্বাবার নিয়ত করবেন তখন অবশ্যই দুনিয়াবী কোনো ফায়দা হাসিলের নিয়ত করবেন না। নিয়ত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে আল্লাহকে পাওয়া, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁর মা'রিফাত [পরিচিতি] হাসিল করা এবং তাঁর মায়ার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। আল্লাহ সবাইকে খালিস নিয়ত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করে আমল করার তাওফিক দিন।

সবক - ২

গোনাহের উপর তাওবাহ ও বাইআত গ্রহণ

হে তরীকতের সালিক! চিন্তা করুন: আমরা সবাই গোনাগার। গোনাহের বোঝা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। শারীরিক, মানসিক, আত্মিক সব ধরনের গোনাহ করেছি। গোনাহ করেছি প্রকাশ্যে ও গোপনে। সাত-সাগরের জল থেকেও বেশি গোনাহ করেছি। গোনহের

মধ্যে ডুবে আছি। বালিগ হওয়ার পর থেকে কতো যে ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ নামায আদায় করি নি, তার হিসাব নেই। হাত, পা, চোখ ও গুপ্তাঙ্গ দ্বারা কতো যে নাফরমানী ও জগন্য পাপকার্য করেছি তার হিসাব নেই। ওহ্ আল্লাহ্! তোমার পবিত্র সত্তার সম্মুখে কোন্ মুখে দাঁড়াবো! কোন্ সাহসে দাঁড়াবো! নিজের অন্তরের প্রতি খিয়াল করে ধিক্কার দিন: ওহে অধম দিল! আর কতোকাল তুই এভাবে জীবনের মহামূল্যবান সময়টুকু নষ্ট করে কাটাবে? পাপের পঙ্কিলতায় ডুবে থাকবে? এখনও কি দয়ালু মা'বুদের দরবারে তাওবাহর সময় আসে নি? গাফিলতির জিন্দেগীর অবসান ঘটাতে এখনও কি তুই আগ্রহী নয়? দয়ার অসীম সায়র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার সেই বাণীর প্রতি একবার মনোযোগ দে:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

-"যারা মু'মিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসে নি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।" [হাদীদ : ১৬][১]

উপরোক্ত কথাগুলো বার বার আওড়াতে থাকুন খিয়ালের মাধ্যমে। এতে আশা করা যায় দিল নরম হয়ে ওঠবে। আল্লাহর প্রতি ভীষণ খওফ বা ভীতি সৃষ্টি হবে। হৃদয়ে জাগ্রত হবে সঠিক রাস্তা পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কোথায় যেয়ে পাবেন এ কাঙ্ক্ষিত সীরাতে মুস্তাক্বিম! সরল-সঠিক পূণ্য রাস্তা? যে রাস্তার শেষ হলো প্রভুর সন্তুষ্টি, আখিরাতের মাগফিরাত ও নাযাত।

আউলিয়ায়ে কিরাম বলেছেন: শারীরিক রোগমুক্তির জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। তিনি রোগ সনাক্ত করে সঠিক ঔষধ সেবনের জন্য ব্যবস্থাপত্র দেবেন। ঠিক তদ্রূপ আমাদের আত্মিক তথা রূহানী চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন হয় একজন রূহানী চিকিৎসকের।

[১]হযরত ফরিদুদ্দিন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাযকিরাতুল আউলিয়া গ্রন্থে বিখ্যাত চিশতি শায়খুল মাশাইখ এবং ইব্রাহিম ইবনে আদহাম বলখী রাহিমাহুল্লাহর মুর্শিদ ফুযাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনালোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, দস্যু সরদার থাকাবস্থায় ফুযাইল রাহিমাহুল্লাহ এই পবিত্র আয়াতটি শ্রবণ করেই দস্যুবৃত্তি ছেড়ে তাওবাহ করেন ও সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমান। সুবহানাল্লাহ!

তিনি দিলের রোগ সনাক্ত করে উপায়-অবলম্বন বাতলে দেবেন। আশা করা যায় তাঁর নির্দেশ মুতাবিক আমল করলে রোগমুক্তি লাভ হবে। রূহানী এই চিকিৎসকই হলেন কামিল শায়খ বা মুর্শিদ।

কোথায় পাবেন কাঙ্ক্ষিত এই হক্কানী কামিল বুজুর্গ? এ প্রশ্নের জবাবে তরীকতের মাশাইখগণ বলেছেন, কামিল পীরের মধ্যে ১০টি গুণ থাকবে:

১. তাঁর মধ্যে দ্বীনের জরুরী জ্ঞান থাকবে। এ জ্ঞান তিনি অর্জন করবেন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিংবা কোনো মুহাক্কীন আলিম বা পীরের সুহবতে থেকে।

২. তিনি বিশেষ কোনো তরীকার সঙ্গে সম্পৃক্ত কামিল কোনো শায়খ তথা পীরের [মুরিদ করার যোগ্যতাসম্পন্ন] খলিফা হবেন।

৩. তিনি হবেন সত্যবাদী ও পরহেজগার। বিদআত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

৪. তিনি স্বীয় মুর্শিদের সুহবতে পর্যাপ্ত সময় অতিবাহিত করে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করেছেন বলে প্রমাণ থাকবে। এরূপ সুহবত দু'টি পদ্ধতিতে হতে পারে: (ক) পত্রযোগে। (খ) সশরীরে শায়খের সঙ্গে থেকে।

৫. অন্যান্য মাশাইখে আজম তাঁকে উচ্চ মর্যাদাশীল বলে মনে করেন।

৬. তাঁর সুহবতে থাকলে আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ ও আল্লাহ-প্রেমের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রমাণ থাকা। এছাড়া তাঁর সুহবত হবে হুব্বে দুনিয়ার প্রতি বিসর্জনের কারণ।

৭. তাঁর অধিকাংশ মুরীদ হবেন শরীয়তের অনুসারী।

৮. তাঁর মধ্যে থাকবে না দুনিয়ার লিপ্সা ও লোভ-লালসা।

৯. তিনি জড়িত থাকবেন নিয়মিত জিকির-আজকার ও তরীকতের আমলের মধ্যে।

১০. তিনি নিজের মুরীদদের খবরা-খবর রাখেন। মুরীদদের প্রয়োজন মুতাবিক দিক-নির্দেশনা দেন।

উপরোক্ত গুণবলীর অধিকারী ব্যক্তি শায়খ তথা মুর্শিদ হওয়ার যোগত্য রাখেন। তিনি কাশফ, কারামত কিংবা ইলহামওয়ালা হওয়া মোটেই জরুরী নয়। এরূপ ব্যক্তি হচ্ছেন রূহানী চিকিৎকের যোগ্য- পরশ পাথর। শীঘ্রই তাঁর নিকট ছুটে যান ও বাইআত গ্রহণ করুন।

বাইআত গ্রহণের ব্যাখ্যা: আরবি '**বাইআত**' শব্দের অর্থ হলো '**বিক্রি করা**'। তাসাওউফের পরিভাষায় বাইআত অর্থ মুরীদ তার শায়খের নিকট নিজেকে '**বিক্রি**' করে দেবে। বাইআত গ্রহণ করাকে '**ইরাদা**'ও বলে। মুরীদ নিজেকে আহকামে জাহিরীয়াহ ও আহকামে বাতিনীয়াহ অর্জনের লক্ষ্যে মুর্শিদের নিকট অঙ্গীকার করবে। এই উভয় লক্ষ্যর্জনের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। যে অনুসন্ধান করে তাকে '**তালিব**' বলে। আল্লাহপ্রাপ্তির তথা

আল্লাহর মা'রিফাত লাভের তালিবকে অবশ্যই নিজের মুর্শিদের ওপর পূর্ণাঙ্গ ভরসা রাখতে হবে। শায়খের প্রতিটি নির্দেশ-উপদেশ ও সবক তাকে সঠিকভাবে বুঝে, অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। শায়খ কর্তৃক রূহানী চিকিৎসার ব্যাপারে তার মধ্যে কোনো ধরনের সন্দেহের লেশ মাত্রও থাকবে না। কারণ মুরিদ এভাবে মুর্শিদের প্রতি আস্থাশীল না থাকলে বাইআত গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা হবে অর্থহীন। মনে রাখবেন, স্বীয় শায়খের প্রতি সত্যিকার আন্তরিক বিশ্বাস ও আস্থা রাখা হচ্ছে '**ইসলাহুন-নাফসের**' [আত্মপরিশুদ্ধির] পূর্বশর্ত। তাওবাহ করিয়ে বাইআত গ্রহণের পর মুর্শিদ শরীয়তের জরুরী আমল সঠিকভাবে পালনের নির্দেশ দেবেন। এরপর তাসবিহাত ও জিকিরের সবক প্রদান করবেন। এগুলো ঠিকঠাকভাবে পালন করবেন তরীকতের রাস্তায় ভ্রমণের যাত্রী এই নতুন সালিক।

বাইআত গ্রহণের ফজিলত: কামিল মুর্শিদের নিকট মুরীদ হয়ে রূহানী চিকিৎসা ছাড়া সত্যিকার অর্থে রূহানী রোগ থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। এ কারণেই ইতিহাসব্যাপী হক্কানী উলামায়ে কিরাম তাসাওউফের চর্চা করে আসছেন। রূহানী রোগের অন্তর্ভূক্ত কিছু ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন: **গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে) ইয়াক্বীন, কিবর (অহংকার), রিয়া (দর্শনেচ্ছু), হাসাদ (হিংসা), নিফাক (মুখ ও অন্তরে অমিল), লোভ, লালসা, রাগ, হুব্বে দুনিয়া (দুনিয়ার মায়া) ইত্যাদি।**

এ বইটি মূলত তরীকতের সালিক তথা মা'রিফাত লাভের আকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। সুতরাং, যারা এখনও কোনো হক্কানী কামিল মুর্শিদের নিকট বাইআত গ্রহণ করেন নি, তারা শীঘ্রই মুরীদ হওয়ার জন্য আমরা অনুরুধ জানাচ্ছি। এতে আ'মল-ঈমান ও ইয়াক্বীন সঠিক হবে- যা সকলেরই কাম্য।

কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "ওযু এবং গোসলের দ্বারা বাইরের শরীর পাক হয়, তাওবাহ দ্বারা অন্তর পাক-পবিত্র হয়।" আর মুরীদ হওয়ার প্রথম শর্তই হলো খাস দিলে তাওবাহ করে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীতে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

অনুবাদ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ করো, তাওবাতান নাসূহা"। (আত-তাহরীম : ৮)

'তাওবাতান নাসূহা' (আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য তাওবাহ) হওয়ার শর্ত হলো ৩টি:

১. নিজের গুনাহের উপর অনুতপ্ত হওয়া।

২. আল্লাহর নিকট আর গুনাহ করবেন না বলে ওয়াদাবদ্ধ হওয়া।

৩. তালাফী করা- অর্থাৎ বান্দার হক থাকলে আদায় করে নেওয়া, নামায-রোযা কাযা হয়ে থাকলে তা আদায় করা।

উক্ত সকল শর্ত অনুযায়ী তাওবাহ করে নিলে মু'মিন ব্যক্তি এমন নিষ্পাপ হবে যে, সে যেনো কোনো দিন গুনাহ করেই নি। সে আল্লাহর বন্ধু হিসাবে গণ্য হয়ে যাবে এবং তিনি পেছনের সমস্ত গুনাহকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর খাঁটি গোলাম হওয়ার তাওফিক দিন। আমীন।

বাইআত গ্রহণের পদ্ধতি: এটা অনেকটা নির্ভর করে মুর্শিদের ওপর। একেকজন একেকভাবে বাইআতের আনুষ্ঠানিকতা পালন করেন। তবে কয়েকটি বিষয় খিয়াল রাখা জরুরী।

১. পুরুষদের হাতে হাত রেখে মুর্শিদ বাইআত করাবেন। মহিলাদেরকে অবশ্যই পর্দার আড়ালে রেখে চাদরের একপ্রান্তে হাত ধরাবেন ও শায়খ অপরপ্রান্তে হাত রাখবেন।

২. সংক্ষিপ্ত খুতবা পাঠ করা।

৩. মুরিদ / মুরিদার কণ্ঠে সজোরে পাঠ করাবেন [প্রথমে শায়খ বলবেন এবং মুরিদ / মুরিদা তা পুনরাবৃত্তি করবেন]:

> *'আমি সকল প্রকার শিরক ও কুফর হতে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করছি। আল্লাহ ও তাঁর নবীর উপর পুরোপুরি ঈমান আনলাম। কেবলমাত্র ইসলামকেই আমার জীবনের একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করলাম। জীবনে যতো কবিরা ও সগিরা গোনাহ করেছি তার জন্য কাতর হয়ে, সাইরের বেশে, অসহায় ও নিরূপায় হয়ে হে আমার মা'বূদ আপনার পবিত্র দরবারে তাওবাহ করছি। আমি সত্যিই লজ্জিত। ভবিষ্যতে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার ওয়াদা করছি। শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরেই দুনিয়া ও এর সম্ভোগ আমি পরিত্যাগ করার অঙ্গীকার করলাম। আমি আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলবো। সময়মতো জামাআতের সাথে [মহিলা হলে - নিজের নিভৃত কক্ষে] নামায পড়বো। উমর কাযা নামায আদায় করবো। হালাল পথে রুজি রোজগার করবো। হারাম থেকে বেঁচে থাকবো। কারোর পাওনা থাকলে তা পরিশোধ করবো। কাউকে কোনোভাবে কষ্ট দিয়ে থাকলে মাফ চাইবো। আমি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামকে একমাত্র ধর্ম হিসাবে আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে গ্রহণ করলাম।'*

৪. এরপর মুরিদকে কালিমা শাহাদত পাঠ করাবেন। তারপর মুর্শিদ বলবেন ও মুরিদ তা পুনরাবৃত্তি করবেন:

> *'আমি [অমুকের পুত্র] শায়খ [অমুকের] হাতে [অমুক] তরীকা মুতাবিক মুরিদ হলাম। হে আল্লাহ! এই সিলসিলার সুপবিত্র বুজুর্গদের ফায়েজ ও বরকত হাসিল করার তাওফিক আপনি আমাকে দান করুন। হাশরের ময়দানে তাঁদের সঙ্গে আমাকে উঠাবেন।'*

এরপর মুর্শিদ তাঁর এই নতুন মুরিদকে স্বীয় তরীকার নিয়মানুযায়ী প্রাথমিক তাসবিহাত ও জিকিরের তা'লিম দেবেন। এগুলো পাঠের নিয়ম-পদ্ধতিও বলে দেবেন।

দ্র: তাসবিহাত ও জিকিরের নিয়ম-পদ্ধতির ওপর ৬ষ্ঠ থেকে ১৩তম সবকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

সবক - ৩
বর্জনীয় বিধানাবলী বর্জন ও করণীয় বিধানাবলী পালন

ইলমে মা'রিফাতের রাস্তার যাত্রীকে অবশ্যই আল্লাহর অপছন্দনীয় আমল ছেড়ে তাঁর পছন্দনীয় আমল পালনে ব্রত হতে হবে। নেক আমলের জন্য এরূপ চেষ্টা-সাধনাকে বলে **মুজাহাদাহ**। এই সবকে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বদ আমল সম্পর্কে জানবো এবং এগুলো থেকে দূরে থাকার উপায় বাতলে দেবো।

অন্তরের রোগ-ব্যাধি ও তা থেকে পবিত্রতা লাভ

(১) শিরক: এটা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড়ো পাপ। আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার বানানোকে শিরক বলে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

-"নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে, এছাড়া যাকে ইচ্ছা, তিনি ক্ষমা করেন।" (নিসা : ১১৬)

শিরক তিন প্রকার

(ক) আল্লাহর সত্তার সাথে শরীক করা: এর অর্থ হলো অন্য কাউকে আল্লাহর মতো মনে করা। যেমন কেউ অন্য কোনো কিছুকে আল্লাহর মতো **ওয়াজিবুল উজূদ** [যার অস্তিত্ব আবশ্যক], **ক্বাদিম** [অবিনশ্বর] কিংবা **সিফাতে কামালিয়াত** [পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী]

বলে বিশ্বাস করলে, সে শিরক করলো। সুতরাং এরূপ মনে করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

(খ) আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলীর সাথে অংশীদার করা: এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার এক বা একাধিক গুণের সঙ্গে কাউকে সমান মনে করা। এরূপ ধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা চাই। আল্লাহর গুণাবলী দু'ধরনের:

১. জাতী সিফাত।
২. ফি'লী সিফাত।

প্রথমটি শুধুমাত্র তাঁর নিজের জন্য খাস। জাতী সিফাত তিনি অন্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন নি। যেমন: **কুদরাত, ইলম, ইয্যাত ও আযমাত।** কিছু সিফাত আছে নিজের জন্য এবং অপরের জন্যও ব্যবহার করেছেন। যেমন: **রাহমাত, গাদ্বাব ও সাখাত** (ক্রোধ)।

(গ) অন্যের কর্মকে আল্লাহর কর্মের মতো মনে করা: যেমন কেউ মনে করলো, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই কেউ কোনো ভালো বা মন্দ কাজ করতে সক্ষম। এটা শিরক। কোনো নবী, রাসূল, ওলি, আলিম- এমনকি শয়তান, ফিরাউন এবং যাদুকর এরা কারোর পক্ষেই উপকার বা অপকার করার কোনো ক্ষমতা নেই, যদি না আল্লাহর ইচ্ছা হয়। '***মোটকথা কিছুতেই কিছু হয় না, সবকিছু হয় আল্লাহর ইচ্ছায়***' এই কথাটির উপর অন্তরে সদা-সর্বদা দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। কলবের সঙ্গে কথাটি এঁটে দিতে হবে।

(২) বিদআত: সওয়াব মনে করে এমন আমল করা যা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম থেকে প্রমাণিত নয়। সুতরাং মুরিদকে সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা এবং যাবতীয় বিদআত থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। মনে রাখা আবশ্যক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রকার বিদআতকে পথভ্রষ্টতা বলেছেন। শরীয়তের পরিভাষায় '**ধর্মের বাইরে কোনো কিছুকে দ্বীন মনে করা**' হচ্ছে বিদআত।

(৩) অন্যান্য বর্জনীয় আমল: শিরক-বিদআত ছাড়াও এ যুগের মানুষ অনেক ধরনের বদ-খাসলতে আক্রান্ত হয়েছে। এগুলো মূলত ক্বালবি বিমার। নিচে এর কয়েকটির নাম উল্লেখ করলাম। এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

১. হুব্বে দুনিয়া - দুনিয়াবী মুহাব্বাত।
২. হুব্বে জাহ - যশ-খ্যাতির আকর্ষণ।
৩. কিবর - অহঙ্কার।
৪. রিয়া - দর্শনেচ্ছু।

৫. গিবত - অসাক্ষাতে পরনিন্দা।
৬. কাজ্ব- মিথ্যা বলা।
৭. গাদ্বাব - রাগ।
৮. হাসাদ - হিংসা।
৯. বখিল - কৃপণতা।
১০. ইসরাফ - অপব্যয়।
১১. হেরিস - লোভ-লালসা।
১২. শাহাওয়াত - (অবৈধ) কামাসক্তি।

হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বাণী: "যদি কেউ মা'রিফাত লাভের ইচ্ছা করে তাহলে তাকে তিনটি জিনিস অন্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে দিতে হবে: **১. রাগ, ২. হিংসা ও ৩. ঘৃণা।**"

(৪) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় আমল: তালিবে মা'রিফাতের জন্য নিম্নে তালিকাভুক্ত আমলগুলো আঁকড়ে ধরতে হবে। সর্বদা এই আমলগুলো যাতে পালিত হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা চাই।

(১) **তাওবাহ** - অনুশোচনা।
(২) **ইখলাস** - আন্তরিকতা।
(৩) **আবদিয়াত** - আল্লাহর বান্দাহ হওয়া।
(৪) **মুহাব্বাত** - আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা।
(৫) **খুশু** - সম্ভ্রম [ভয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্মানবোধ]।
(৬) **খওফ** - আল্লাহ-ভীতি।
(৭) **রাযা'** - আশাবাদ।
(৮) **তাওয়াজুহ** - বিনয়।
(৯) **শুকুর** - কৃতজ্ঞতা।
(১০) **সবর** - ধৈর্যধারণ।
(১১) **তাওয়াক্কুল** - আল্লাহর উপর ভরসা।
(১২) **তাফউইদ** - আল্লাহর মুখাপেক্ষিতা।
(১৩) **রাজা** - রাজী থাকা, আল্লাহর যে কোনো ফায়সালা গ্রহণ করা।
(১৪) **জুহুদ** - সংযম।

সবক - ৪
কোনো গোনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবায়ে নাসূহা করা

সালিককে অবশ্যই গোনাহ করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এরপরও যদি কোনো গোনাহ হয়ে যায় তাহলে সাথে সাথে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবাবে কান্নাকাটি করে মাফ চেয়ে নিতে হবে। আর এরূপ গোগাহ থেকে বেঁচে থাকতে আন্তরিকভাবে আল্লাহর দরবারে তাওবাহ করা জরুরী। আর আন্তরিকভাবে তাওবাহ করার নাময়ই হচ্ছে 'তাওবাতান নাসূহা'।

মনে রাখবেন, আপনি আল্লাহর রাস্তার যাত্রী। আল্লাহর মা'রিফাত লাভ হচ্ছে আপনার লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্যর্জন হয়ে গেলে আল্লাহর নৈকশ্যশীল বান্দাদের মধ্যে হয়তো আপনিও সামীল হয়ে যাবেন। আমরা এই দু'আই করছি। তবে আপনাকে অবশ্যই শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও নফসের কুমন্ত্রণার আক্রমণের স্বীকার হতে হবে। কারণ, এ উভয়টি হচ্ছে সীরাতুল মুস্তাক্বীমের পথে সর্বাধিক শক্ত প্রতিবন্ধকতা। আর এ কারণেই দুর্বল দিলের অধিকারী আমাদের অনেকেই ভুল-ত্রুটি ও গোনাহ করে বসি। দয়ালু আল্লাহ তা'আলা আবশ্যই আমাদের জন্য তাওবাহের দরজা উন্মুক্ত করে রেখেছেন। তাই গোনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথেই তাওবাহ করা জরুরী। আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন ও রাস্তার উপর চলতে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। আল্লাহর দরবারে এটাই আমাদের আবদার- আমীন।

দ্র: ***সালাতুত তাওবাহ নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে তাওবাহ করা সুন্নাত। কিভাবে এই নামায পড়বেন তার ওপর বিস্তারিত আলেচনা হয়েছে গ্রন্থের ১২নং সবকে [ছ]।***

সবক - ৫
প্রত্যেক নেক আমলে রিয়াজত-মুজাহাদাহ

তাক্বওয়া অর্জন হচ্ছে মা'রিফাতের সালিকের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। আল্লাহর উপর ভরসা ও ভীতি এ উভয়টির মধ্যবর্তী মানসিক অবস্থার নাম তাক্বওয়া। আর এটা অর্জনে যে দু'টি ব্যাপার সাধন করা চাই তাহলো: **রিয়াজত ও মুজাহাদা।** বাস্তবে এ দু'টো হলো তাক্বওয়া অর্জনের মাধ্যম।

রিয়াজত: আরবি 'رياضت' [রিয়াদ্বাত] শব্দের বঙ্গানুবাদ হলো, **কঠোরতা**। তাসাওউফের পরিভাষায় এর অর্থ হলো শরীয়তের আমলগুলো [ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, হালাল গ্রহণ

ও হারাম বর্জন ইত্যাদি] কঠোরভাবে নিয়মিত পালন করা। সুতরাং সালিককে নেক আমল পালনে খুব আন্তরিক ও কঠোর হতে হবে যাতে এগুলো ছুটে না যায়।

মুজাহাদা: আরবি 'مجاهده' শব্দের অর্থ **সংগ্রাম**। এই সংগ্রাম হচ্ছে নফসে আম্মারা ও শয়তানের ওয়াসওয়াসার বিরুদ্ধে। এ উভয়টি তরীকতের সালিকের জন্য বড়ো দুশমন। সুতরাং সালিককে নেক আমল পালনে মুজাহাদা করেও দৃঢ় থাকতে হবে। এর ফলে নফসে আম্মারা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা-সৃষ্ট নেক আমলের প্রতি বাধা-বিপত্তি, দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

সবক - ৬

২৪ ঘণ্টার মুরাকাবা

মুরাক্বাবা: আরবি 'مراقبة' [মুরাক্বাবাহ] শব্দের অর্থ হলো '**নিয়ন্ত্রণ**'। তাসাওউফের পরিভাষায় এর অর্থ হলো 'নিজেকে সর্বদা আল্লাহর জিকির-ফিকির ও সুন্নাতে নববীর অনুসরণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখা'।

ইসলামের মৌলিক আমল-আখলাক্ব কায়েম করতে মুরিদকে ২৪ ঘণ্টার মুরাক্বাবার সবক দেওয়া হয়। এর দ্বারা এটাই বুঝায়, ঘুম থেকে জেগে ওঠে পুনরায় নিদ্রা যাওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মুতাবিক পুরো সময়টি অতিবাহিত করা। নিচে ২৪ ঘণ্টার মুরাক্বাবার আমল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মা'রিফাত প্রত্যাশী ব্যক্তিমাত্রই এই আমলগুলো অনুসরণ করা জরুরী।

১. তাহাজ্জুদের সময় ঘুম থেকে জেগে ওঠবেন। দু'আ করবেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণ: "আলহামদুলিল্লা-হিল্লাজী আহইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা- ওয়া ইলাইহিন্ নুশূর"।

অনুবাদ: "যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি মৃত্যুর পর আমাদেরকে আবার জীবিত করেছেন এবং তাঁরই নিকট আমাদেরকে (পুনরুত্থান দিবসে) আবার ফিরে যেতে হবে।" [বুখারি, আবু দাউদ, মুসলিম]

২. উভয় হাতের পিঠ দ্বারা দুনু চোখ মুছে নেবেন। এতে নিদ্রার আচ্ছন্নতা চলে যাবে। উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে মিসওয়াক করবেন। এরপর অযু করে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে সুবহে সাদিক পর্যন্ত জিকির-আজকার করবেন। সর্বদাই অযুর পূর্বে মিসওয়াক করতে

ভুলবেন না। ঘুম থেকে জেগে ওঠে মিসওয়াক করা একটি অতিরিক্ত সুন্নাত। [মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ]

৩. বাথরুমে প্রবেশের সময় দরজার সামনে যেয়ে পাঠ করবেন:

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ

উচ্চারণ: "বিসমিল্লাহি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবা-ইস"।
অনুবাদ: "আল্লাহর নামে- হে আল্লাহ! পুরুষ ও নারী খবিস জিনদের থেকে আমি আপনার আশ্রয় কামনা করছি"। [বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ]

প্রথমে বাম পা ভেতরে ঢুকাবেন। বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা বের করবেন। বের হয়েই পাঠ করবেন:

غُفْرَا نَاكَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّ الْاَذَیٰ وَ عَافَانِیْ

উচ্চারণ: "গুফরানাকাল হামদু লিল্লাহিল্লাজী আজহা-বা আ'ন্নিল আযা- ওয়া 'আ-ফা-নী"।
অনুবাদ: "হে আল্লাহ! আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি অনুগ্রহ করে আমার মধ্য থেকে ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে নিয়েছেন এবং আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন"।

ইস্তিঞ্জার সময় কখনও কিবলামুখী হয়ে বসবেন না। কিবলা পশ্চিমদিকে হলে উত্তর-দক্ষিণে বসবেন। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করবেন না। ইস্তিঞ্জা শেষে অযু না করলে অবশ্যই উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ভালো করে ধুয়ে নেবেন। বাথরুমে থাকাবস্থায় পারতপক্ষে কথা বলবেন না ও জিকির করবেন না। ইস্তিঞ্জা শেষে ঢেলা [মলত্যাগের জন্য তিনটি ও প্রস্রাবের জন্য একটি] ব্যবহার করুন। টিস্যুর দ্বারাও কাজ সেরে যাবে তবে সুন্নাত আদায় হবে না। [মিশকাত, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ]

৩. পাজামা, পাঞ্জাবি, সদরিয়া ইত্যাদি পরার সময় সর্বদাই ডান পা ও ডান হাত আগে ঢুকাবেন। খোলার সময় বাম হাত আগে খুলবেন। জুতা পরার সময় ডান পা আগে ও বাম পা পরে ঢুকাবেন। খোলার সময় প্রথমে বাম পা ও পরে ডান পা খুলবেন। একে অন্যের হাতে কিছু দিতে হলে ডান হাতে দেবেন। [বুখারি, তিরমিযি]

৪. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পাঠ করুন:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللهِ لاَ حَوْ لَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণ: "বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহ, লা-হাওলা ওয়ালা- কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ"।

অনুবাদ: "আমি আল্লাহর নামে বের হলাম। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। গুনাহ থেকে বাঁচা এবং উত্তম আ'মল করার কোন ক্ষমতা নেই, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার তাওফিক প্রদান ছাড়া"। [ইবনে মাজাহ]

৫. মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা ঢুকাবেন। দুআ করুন:

بِسْمِ اللهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰرَسُوْلِ اللهِ * اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ: "বিসমিল্লাহি আসছোলা-তু ওয়াস্সালা-মু আ'লা- রাসূলিল্লা-হ। আল্লা-হুম্মাফতাহলি আবওয়াবা রাহমাতিক।"

অনুবাদ: "আল্লাহর নামে। দরূদ ও সালাম পেশ করছি আল্লাহর রাসূলের প্রতি। হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রাহমাতের দ্বার উন্মুক্ত করুন।"

৬. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা বের করুন। এরপর দু'আ করবেন:

بِسْمِ اللهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰرَسُوْلِ اللهِ * اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ: "বিসমিল্লাহি আসছোলা-তু ওয়াস্সালা-মু আ'লা- রাসূলিল্লা-হ। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন ফাদ্বলিক।"

অনুবাদ: "আল্লাহর নামে। দরূদ ও সালাম পেশ করছি আল্লাহর রাসূলের প্রতি। হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি।"

৭. জামাআতে সঙ্গে ফযরের নামায আদায় করে সূর্যোদয়ের ২০ মিনিট পরে ইশরাক্বের [দুই-দুই করে] চার রাকাআত নামায পড়বেন। এই নামায সর্বদা পড়তে না পারলে অন্তত মাঝে মধ্যে পড়ে নেবেন। অনুরূপ মাগরিবের নামায শেষে [দুই-দুই করে] ছয় রাকাআত আওয়াবিন নামায পড়বেন। [এ দু'টি নামায সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা হয়েছে]

৮. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায শেষে তাসবীহে ফাতিমী আদায় করবেন। পরের সবকে এর নিয়ম দেওয়া হয়েছে। মুর্শিদের দেওয়া জিকির-আজকার নিয়মিত পালন করবেন। নিজেকে সর্বদা সগীরা ও কবীরা গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সতর্কাবস্থায় রাখবেন।

৯. সুন্নাত মুতাবিক পানাহার করবেন। যেমন: দস্তারখান বিছিয়ে সম্ভব হলে একাধিক ব্যক্তি একই থালায় খাবেন। খাওয়ার পূর্বে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নেবেন। বসার সুন্নাত হলো: (ক) নামাযে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় যেভাবে বসা হয় সেভাবে বসা, কিংবা (খ) এক পা খাড়া ও এক পা জমিনে কাত করে রেখে বসা, অথবা (গ) উভয় পা খাড়া করে বসা। 'বিসমিল্লাহি ওয়া'আলা বারাকাতিল্লাহ' বলে ডান হাতে খাওয়া শুরু করবেন। পানি পানের সময় ডান হাতের পিঠ পানপাত্রের নিচে রাখবেন ও বাম হাত দ্বারা পাত্র ধরবেন। এতে ডান হাতে পান করার সুন্নাত পালন হবে। সর্বাবস্থায় জুতা খুলে মাটিতে

তথা মেঝের ওপর [চাটাই বা চাদর বিছিয়ে] বসে পানাহার করবেন। দাঁড়িয়ে কিংবা চেয়ারে বসে খাবেন না। হেলান দিয়ে খাবেন না। হাতের আঙ্গুল চুষে খাবেন এবং খাওয়া শেষে পাঠ করবেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লা-হিল্লাজী আত'আমানা ওয়াসাক্বানা ওয়াজা'আলানা মিনাল মুসলিমীন"।

অনুবাদ: "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাবার ও পানীয় প্রদান করলেন এবং আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।" [তিরমিযি, ইবনে মাজাহ]

১০. রাতে নিদ্রা যাওয়ার সময় এই সুন্নাতগুলো অনুসরণ করুন: ১. অযু থাকবে। ২. কাত হওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলবেন। ৩. পাঠ করুন সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা মুলক, চার কুল এবং দরূদ শরীফ। এতটুকু না পারলে কিছুটা পাঠ করুন। ৪. ডানদিকে কাত হয়ে কিবলামুখী অবস্থায় ঘুমাবেন। ডান হাতের তালু থাকবে মাথা, কান ও গালের নিচে। বাম হাত থাকবে কোমর ও উরুর উপর। ৫. পাঠ করুন এই দু'আটি: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى [**উচ্চারণ:** "আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমূতু ওয়াআহইয়া"। অনুবাদ: "হে আল্লাহ! আপনার নামে। আপনি মৃত্যু দিন ও জীবিত করেন।"]

দ্র: ***২৪ ঘণ্টার মুরাক্বাবায় আরো অনেক সুন্নাত আছে। এগুলো নিজের পীর সাহেবের নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিন ও নিয়মিত আমল করুন।***

সবক - ৭
তাসবীহে ফাতিমী

হাদিস শরীফে আছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَخَتَمَ الْمِائَةَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ " .

-"হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন] 'যে কেউ প্রত্যেক [ফরয] নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলবে এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু

ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহু ’আলা- কল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর’ বলে শেষ করবে, সে ব্যক্তির গোনাহর মাত্রা যদি সাগরের ফেনা পরিমাণও হয়, তা ক্ষমা করা হবে।’” [মুয়াত্তা ইমাম মালিক]

তাসবীহে ফাতিমী পড়ার নিয়ম

প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায শেষে পাঠ করবেন: সুবহানাল্লাহ [سُبْحَانَ اللّٰهِ] ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ [اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ] ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার [اَللّٰهُ اَكْبَرُ] ৩৪ বার।

দ্র: আজকাল কেউ কেউ ফরয নামায পড়েই দীর্ঘ সময় তাসবিহাতে কাটিয়ে দেন। এটা ঠিক আছে যদি ফরয শেষে সুন্নাতে মু’আক্কাদা না থাকে। যেমন: যুহর, মাগরিব ও ইশার পরে সুন্নাতে মু’আক্কাদা আছে- তাই আগে এ নামাজ আদায় করে নিতে হবে এবং তারপরই তাসবিহে ফাতিমীসহ অন্যান্য নফল ইবাদত করবেন। এর কারণ হলো, নাওয়াফিল থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মু’আক্কাদা। সুতরাং এসব জরুরি ইবাদতকে উপেক্ষা করে আগেই দীর্ঘ সময়ের জন্য নফল ইবাদতে লেগে যাওয়া ঠিক হবে না।

সবক - ৮

ছয় তাসবীহ

হাদিস শরীফে আছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

سُبْحَانَ اللّٰهِ اللّٰهِ والْحَمْدُ لِلّٰهِ ولَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ واللّٰهُ اللّٰهُ اَكْبَرُ

এই চারটি কালাম আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়। [সহীহ মুসলিম]

তরীকতের মাশাইখে আজম উক্ত চারটি কালাম ও সে সঙ্গে ইস্তিগফার ও দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করার অভ্যাস প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিচে এই ছয় তাসবীহ পড়ার নিয়ম তুলে ধরা হলো।

ছয় তাসবীহ পড়ার নিয়ম

বাদ ফযর ও বাদ মাগরিব পাঠ করবেন:

سُبْحَانَ اللّٰهِ [সুবহানাল্লাহ] ১০০ বার।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ [আলহামদুলিল্লাহ] ১০০ বার।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] ১০০ বার।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ [আল্লাহু আকবার] ১০০ বার।

ইস্তিগফার:

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا اِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ
[আসতাগ্বফিরুল্লা হাল্লাজি লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুমু ওয়াতূবু ইলাইহি ওয়লা-লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যুল আ'জীম] **১০০ বার।**

দরুদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى يَا كَرِيْمُ

[আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওয়াআ'লা আ-লিহি ওয়াআছওয়াবিহি ওয়াবারিক ওয়াসাল্লিম কামা- তুহিব্বু ওয়াতারদ্বা- আ'দাদা মা- তুহিব্বু ওয়াতারদ্বা- ইয়া- কারীম] ১০০ বার।

দ্র: ***ঠিক সময়মতো না পারলে দিনে একবার ও রাতে একবার উক্ত ৬ তাসবীহ পাঠ করে নেবেন।***

সবক - ৯

পাস-আনফাস

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে পাকে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

-"হে মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।"

তিনি আরো বলেন:

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

-"এবং সকাল বিকাল তাঁর মহিমা ঘোষণা করো।"

সুতরাং মাশাইখে আজম প্রাথমিক যুক থেকেই অধিক পরিমাণ জিকরুল্লার মধ্যে অভ্যস্ত হতে তরীকতের সালিকদেরকে দমের জিকিরের তা'লিম দিয়ে আসছেন। চিশতিয়া তরীকার মহাত্মন শাইখুল মাশাইখ হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সর্বপ্রথম দমের জিকিরের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করেন।

পাস আনফাস (দমের জিকির) এর নিয়ম

‘**পাস-আনফাস**’ শব্দদ্বয় এসেছে ফার্সি ভাষা থেকে। এর অর্থ ‘**প্রতিটি শ্বাস-নিঃশ্বাসকে পাহারা দেওয়া**’। তাসাওউফের পরিভাষায় এ পাহারা দেওয়ার অর্থ হলো প্রত্যেক শ্বাস-নিঃশ্বাস আল্লাহর স্মরণের ওপর অতিক্রান্ত করা।

প্রত্যেক শ্বাস নেওয়ার সময় ‘**আল্লাহ্**’ [اللّٰه] ও ছাড়ার সময় ‘**হু**’ [هُ] মনে মনে খিয়ালের মাধ্যমে জিকির করবেন। মনে রাখবেন: ‘**আল্লাহ্**’ খিয়াল করার সময় ওয়াক্বফ্ করবেন। এই জিকির করার সময় ঠোঁট-মুখ বন্ধ থাকবে, কোনো আওয়াজ হবে না। এই জিকিরকে ক্বালবি জিকিরও বলে। অর্থাৎ হৃদয়ের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ করা।

পাস-আনফাস জিকির সর্বদাই করা যায়। উঠতে, বসতে, খেতে, ঘুমাতে, কাজে-কর্মে সর্বদা আল্লাহর স্মরণে এভাবে ডুবে থাকার নামই হলো দমের জিকির। কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন: “**এ জিকির স্মরণ হওয়ার জন্য মাঝে মাঝে একেকটি বড়ো শ্বাস নেবেন।**”

সবক - ১০

ইসমে যাতের জিকির

ইসমে যাত তথা ‘**আল্লাহ**’ নামের জিকিরের গুরুত্ব বিরাট। অধিকাংশ মাশাইখে আজমের মতে ‘**আল্লাহ**’ নামটিই হচ্ছে **ইসমে আজম**। একটু পরই ইসমে যাতের জিকিরের ওপর বিস্তারিত বলবো। প্রথমে আমরা ‘**জিকির**’ এর বিভিন্ন স্তরের উপর কিঞ্চিৎ আলোচনা করবো।

জিকিরের বিভিন্ন স্তর

জিকিরের মোট চারটে স্তর আছে। এগুলো হলো:

১. **জিকিরে নাসূতী**- জবানের জিকির।
২. **জিকিরে মালাকূতী**- ক্বলবের জিকির।
৩. **জিকিরে জাবারুতী**- রূহের জিকির।
৪. **জিকিরে লাহুতী**- সিরের জিকির।

শায়খুল মাশাইখ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি এসব জিকিরের স্বরূপ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন:

(ক) জবানী জিকিরের অর্থ হলো **জিসমি বা শারীরিক জিকির।**

(খ) ধ্যানের মাধ্যমে যে জিকির করা হয় তার নাম **নাফসী বা মানসিক জিকির।**
(গ) মুরাক্বাবাও এক ধরনের জিকির। এটা মূলত **ক্বালবি জিকির।**
(ঘ) মুশাহাদাহ (সমক্ষ দর্শন) হচ্ছে **রূহানী জিকির।**
(ঙ) আর মুআয়ানা (উপস্থিত দর্শন) করাকে বলে **সিরের জিকির।**

উপরে বর্ণিত চারটে জিকিরের প্রত্যেকটির সঙ্গে একেকটি পবিত্র বাক্য বা শব্দ উচ্চারণ করতে হবে। সুতরাং আপনি যখন '**জিকিরে নাসূতী**' করবেন তখন পড়বেন '**লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ**'। মালাকূতী জিকিরের সময় '**ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ**', জাবারুতী জিকিরের সময় '**আল্লাহ আল্লাহ**' এবং লাহুতী জিকিরের সময় পড়বেন '**হুয়া হুয়া**'।

জরব

জরব শব্দের অর্থ **ধাক্কা দেওয়া**। জিকিরকালীন দেহের নির্দিষ্ট স্থান বা লতীফার মধ্যে শব্দ উচ্চারণের সময় জরব লাগাতে হয়। এতে ঐ লতীফার মধ্যে জিকিরের তাসির বা প্রভাব বিস্তার লাভ করবে। স্থায়ী হবে আল্লাহর জিকির।

জিকিরে ইসমে যাত

'**আল্লাহ**' নামের জিকিরকে '**ইসমে যাত**' এর জিকির বলে। সালিককে এই জিকির দৈনিক সর্বোচ্চ ১ লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পর্যন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। হিসাব করে দেখা গেছে আমরা দৈনিক ২৪ হাজার বার পর্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে থাকি। সুতরাং সর্বনিম্ন ২৪ হাজার বার জিকিরে ইসমে যাত আদায় করলে প্রতিটি দম আল্লাহর স্মরণের মধ্যে কেটে যাবে।

'ইসমে যাত' জিকিরের চারটি পদ্ধতি

১. এক জরবী। ২. দুই জরবী। ৩. তিন জরবী। ৪. চার জরবী জিকির।

১. এক জরবীর নিয়ম: প্রথমে ডান কাঁধের দিকে মাথা টেনে নিয়ে যাবেন। এরপর মাথা ঘুরিয়ে '**আল্লাহ**' শব্দ উচ্চারণ করার সময় বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নীচে (কিছুটা বুকের দিকে) স্থাপিত লতীফায়ে ক্বলবের উপর সজোরে জরব লাগাবেন।

২. দুই জরবী জিকিরের নিয়ম: প্রথমে বাম কাঁধের দিকে মাথা ঘুরিয়ে নেবেন। এরপর '**আল্লাহ**' শব্দ উচ্চারণের সময় ডান স্তনের দুই আঙ্গুল নীচে (কিছুটা বুকের দিকে) স্থাপিত লতীফায়ে রূহের উপর সজোরে জরব লাগাবেন। এরপর মাথা ঘুরিয়ে টেনে নেবেন ডান কাঁধের দিকে। মাথা ঘুরিয়ে '**আল্লাহ**' শব্দ উচ্চারণকালে সজোরে জরব লাগাবেন লতীফায়ে ক্বলবের উপর। চোখ বুজে মনোযোগসহ জিকির করবেন।

৩. তিন জরবী জিকিরের নিয়ম: অনুরূপভাবে প্রথমে জরব লাগাবেন ডান হাঁটুতে। দ্বিতীয়বার বাম হাঁটুতে এবং সবশেষে ক্বলবের উপর জরব লাগিয়ে '**আল্লাহ**' শব্দ বা ইসমে যাতের জিকির করবেন।

৪. চার জরবী জিকির: ইসমে যাতের চার জরবী জিকিরের সময় প্রথমে ডান হাঁটু, এরপর বাম হাঁটু, তারপর রূহ ও সবশেষে ক্বলবের উপর জরব লাগিয়ে জিকির পড়বেন।

'**যিয়াউল কুলুব**' নামক গ্রন্থে শাইখুল মাশায়িখ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উপরোক্ত চার জরবী জিকির শেষে, সাত জরব পর্যন্ত জিকির করার নিয়ম বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, কিবলামুখী হয়ে বসে এক হতে শুরু করে সাত জরবী পর্যন্ত জিকির করবেন।

সাত জরবী জিকিরের নিয়ম: সাত জরবী ইসমে যাতের জিকিরের সময় ডানে, বামে, সামনে, পেছনে, নীচে, উপরে এবং সবশেষে ক্বলবের উপর '**আল্লাহ**' শব্দের জরব লাগাবেন। জিকিরের সময় মনে মনে খিয়াল রাখবেন এই পবিত্র আয়াতাংশের অর্থের প্রতি,

'فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

-"যে দিকেই মুখ ফিরাবে সেকিদেই আল্লাহ তা'আলা বিদ্যমান।" [বাক্বারাহ : ১১৫]।

আমরা পরের সবকে চিশতিয়া তরীকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জিকির যাকে '**তেরো তাসবীহ জিকির**' বলে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত নিয়ম-কানুন বর্ণনা করবো। এ প্রসঙ্গে এটা জেনে নেওয়া দরকার যে, প্রায় সকল জিকির ও তাসবীহতে '**আল্লাহ**' নামটি উচ্চারিত হয়। যেমন '**লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্**', '**সুবাহানাল্লাহ**', '**আলহামদুলিল্লাহ**', '**আল্লাহু আকবার**', '**আসতাগফিরুল্লাহ**' ইত্যাদি। সুতরাং ইসমে জাতের জিকিরকে দিলের মধ্যে জারি করতে সদা-সর্বদা চেষ্টা করবেন। খাস করে পাস-আনফাস জিকিরটি ক্বলবে উপস্থিত রাখতে সর্বদা খিয়াল রাখবেন। আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর পবিত্র যাত নাম যদি ক্বলবে জারি হয়ে যায় তাহলে আশা করা যায় তরীকতের সালিক তার কাঙ্ক্ষিত মাক্বামে মাকসুদে পৌঁছুয়ে যাবেন। গ্রন্থের সকল পাঠককে এই স্তরে উপনীত করতে আকুল আবেদন জানাচ্ছি মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারে। আমীন।

সবক - ১১
তেরো তাসবীহের জিকির

চিশতিয়া তরীকার উচ্চ পর্যায়ের এই জিকিরকে '**বারো তাসবীহ**' জিকিরও বলে। বাস্তবে তাসবীহ মূলত চারটি। সংখ্যা তেরো বা বারো দ্বারা জিকিরের পরিমাণ বুঝাচ্ছে। যাক, এই জিকিরের মর্যাদা ও ফায়দা খুব বেশি। তরীকতের সালিককে তাই এই জিকির নিয়মিত পাঠ করা জরুরী। নিচে এই জিকিরের নিয়ম তুলে ধরা হলো। আমাদের উপদেশ হচ্ছে, এই নিয়মকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে তোরো তাসবীহ জিকির করবেন। শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি থেকে রক্ষার্থে নিয়মটি পালন একান্ত জরুরী।

তেরো তাসবীহ জিকিরের নিয়ম

১. সময়: সাধারণত এই জিকির তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিজের ঘরের কোনো নিভৃত কোণে পড়তে হয়। তবে জলি [উচ্চস্বরে পাঠ্য] এই জিকির দ্বারা পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের কিংবা ছোট্ট বাচ্চাদের ঘুমের মধ্যে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে খিয়াল রাখতে হবে। অবশ্য তা'লিমের নিয়তে মসজিদে দলভুক্ত হয়ে এই জিকির বাদ-ইশা পাঠ করা যেতে পারে। খানক্বায় এ জিকির তাহাজ্জুদ নামায শেষে দলভুক্ত হয়ে পড়া উত্তম। কক্ষের ভেতর বাতি থাকলে নিভিয়ে দেবেন।

২. বসা: চারজানু হয়ে বসতে হবে। ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বাম পায়ের হাঁটুর একটু উপরে ভেতরের দিকে '**কিমাস**' নামক বড় রগটিকে চেপে ধরবেন। এ রগ ক্বলবের সঙ্গে যুক্ত।

৩. চোখ বন্ধ থাকবে: চোখদ্বয় বন্ধ করে প্রথমে কিছুক্ষণ দিল লাগিয়ে দরূদ শরীফ ও আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করুন।

৪. এবার এই দু'আটি পাঠ করুন:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْئَلُكَ أَنْ تُحْيِ قَلْبِيْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ أَبَدًا

-"ইয়া- হাইয়্যু ইয়া-ক্বাইয়্যিমু লা-ইলা-হা ইল্লা আন্তা আসআলুকা আন্ তুহয়ি ক্বালবি বিনূরী মা'রিফাতিকা আবাদান।"

-"হে চিরঞ্জীব! হে নেগাহ্বান! আপনি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই। আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনার মা'রিফাতের জ্যোতিতে আমার ক্বালব চিরদিনের জন্য সঞ্জীবিত করে দিন।"

৫. নিয়ত: এবার মনে মনে বলবেন, 'হে আল্লাহ! আমার ক্বালব মুর্শিদের ক্বাল্বের মাধ্যমে আপনার ধ্যানে নিমজ্জিত আছে। আমি চিশতিয়া তরীকার তোরো তাসবীহ্ জিকির করার নিয়ত করছি। আপনি যেভাবে সন্তুষ্ট হোন সেভাবে এই জিকির পড়ার তাওফিক দিন।

৬. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - জিকির, ২০০ বার: বুকের কড়া থেকে একটু বামে অবস্থিত লতিফায়ে ক্বালবের দিকে মাথা নুইয়ে সশব্দে '**লা-**' বলে মাথা তুলে ডান কাঁধের দিকে নিয়ে যাবেন। এসময় খিয়াল করবেন, ক্বালবের ভেতর যতো গাইরুল্লাহর আবর্জনা আছে তা টেনে বের করে নিয়ে আসলাম! মাথা কাঁধের দিকে থাকাবস্থায়ই '**ইলা-হা**' বলবেন এবং খিয়াল করবেন সব আবর্জনা দূরে ফেলে দিলাম। এবার মাথা ঘুরিয়ে ক্বালবের দিকে নুইয়ে খুব জোরে '**ইল্লাল্লাহ**' বলে জরব লাগাবেন। এসময় খিয়াল করবেন, একামত্র আল্লাহর মা'রিফাতের নূর ও মুহাব্বাত দ্বারা আমার ক্বালবটি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ২০০ বার পূর্ণ হওয়ার পর কালিমা তায়্যিবাহ পাঠ করুন:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

৭. খুব নরম দিলে বিনয়সহ পাঠ করুন এই দরূদ শরীফ:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم

-"সাল্লাল্লা-হু 'আলা সায়্যিদিনা- ওয়ামাওলানা- মুহাম্মাদ, ওয়া'আলা আ-লিহি ওয়াস্হাবিহী ওয়াসাল্লাম।"

৮. এবার পাঠ করুন:

اَللّٰهُ حَاضِرِىْ – اَللّٰهُ نَاظِرِىْ – اَللّٰهُ شَاهِدِىْ – اَللّٰهُ مَعِىْ

- আল্লাহু হাদ্বিরী, আল্লাহু নাজিরী, আল্লাহু শাহিদী, আল্লাহু মা'য়ী।
- "আল্লাহ আমার সমক্ষে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন, আল্লাহ আমার সাক্ষী, আল্লাহ আমার সাথী।"

৯. اِلَّا اللّٰهُ –এর জিকির, ৪০০ বার: মাথা কিছুটা উপরের দিকে তুলে খুব জোরো '**ইল্লাল্লাহ**' বলে মাথা নিচু করে লতীফায়ে ক্বালবের মধ্যে জরব দেবেন। কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন: **"জরব লাগানো মানে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা। অর্থাৎ মাথাকে হাতুড়ি মনে করে এর দ্বারা ক্বালবের মধ্যে আঘাত করা।"** এই জিকির ৪০০ বার করার পর উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে কালিমা তায়্যিবাহ, দরূদ শরীফ ও চারটি কালাম পুনরায় পাঠ করবেন।

১০. ‘আল্লাহু আল্লাহ’ [اَللهُ اَللهْ] জিকির, ৬০০ বার: মনে রাখবেন এই জিকির করার সময় প্রথমবার ‘**আল্লাহ্**’ পাঠ করবেন হু ছাড়া এবং পরের বার ‘হু’সহ ‘**আল্লাহু**’ বলবেন। মাথা একটু উপরে তুলে ক্বালবের দিকে নামিয়ে জরব লাগাবেন। ৬০০ বার পূর্ণ হওয়ার পর ঠিক আগের মতো কালিমা তায়্যিবাহ্, দরূদ শরীফ ও চার কালাম আবার পাঠ করবেন।

১১. ‘আল্লা-হ্’ [اَللهْ] জিকির ১০০ বার: খুব দরদের সাথে কেঁদে কেঁদে এই জিকির পড়তে হয়। উপরের দিকে মাথা তুলে একটু দীর্ঘ করে ‘আল্লা-হ্’ বলে মাথা নামিয়ে ক্বালবের উপর জরব দেবেন। মনে মনে খিয়াল রাখবেন, হে আল্লাহ! আমি গোনাহগার! আমাকে ক্ষমা করে আপনার মা’রিফাত ও মুহাব্বাত দান করুন। আমাকে ফানাফিল্লাহর স্তরে উপনীত করুন এবং আপনার মায়ার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

১২. জিকির শেষে ইস্তিগফার, দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে খুব কাতর হয়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দু’আ করবেন। লক্ষ্য করুন, তেরো শতবার আপনি জিকির করবেন, তাই এই জিকিরকে তেরো তাসবীহ্, অর্থাৎ তোরো শত তাসবীহের জিকির বলে।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে চিশতিয়া তরীকার এই উচ্চ পর্যায়ের জিকির তাঁর সন্তুষ্টি মুতাবিক আদায় করার তাওফিক দিন ও এ থেকে আধ্যাত্মিক উপকার দান করুন- আমীন।

সবক - ১২

নফল নামাযসমূহ: তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, আউয়াবীন, সালাতুত্ তাসবীহ্, ইস্তিখারা, তাওবাহ ও হাজতের নামায

এই আটটি নামায ঐচ্ছিক নামাযের অন্তর্ভুক্ত। তবে এগুলো নিয়মিত আদায় করলে বিরাট উপকার পাওয়া যায়। মা’রিফাত সন্ধানী সালিকের জন্য তো এই নামাযগুলো পালন করা একান্ত জরুরী। এই নামাযগুলো যুগ যুগ ধরে আল্লাহর ওলিদের প্রিয় আমল হিসাবে গন্য হয়ে আসছে। আমার শায়খ কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “**যে পড়ে তাহাজ্জুদ, তার ঈমান মজবুদ। তাকে ওলি না বানিয়ে আল্লাহ তা’আলা মৃত্যু দেবেন না।**”

(ক) তাহাজ্জুদ নামায

আল্লাহ তা’আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحمُوْدًا

-“রাত্রির কিছু অংশ কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন এটা আপনার জন্যে অতিরিক্ত। হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন।” [বনী ইসরাঈল : ৭৯]

উপরোক্ত আয়াতে করীম থেকে স্পষ্ট যে, তাহাজ্জুদের নামায বা সালাতুল লাইল রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ফরয ছিলো। তবে তাঁর উম্মতের জন্য এই নামায সুন্নাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই নামায আদায় করলে কী পরিমাণ প্রতিদান পাওয়া যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে, তা উক্ত আয়াত থেকেই স্পষ্ট।

তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ম: সুবহে সাদিকের ১ ঘণ্টা পূর্বে ঘুম থেকে জেগে ওঠে মিসওয়াক করে অযু সেরে নিবেন। এরপর জায়নামাযে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের নিয়তে ২-২ করে নিম্নে চার এবং ঊর্ধ্বে ১২ রাকাআত নামায পড়বেন। কেউ কেউ বলেছেন প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করে নামায আদায় করা উত্তম।

(খ) ইশরাক নামায

এই নামাযের ফজিলত সম্পর্কে বিভিন্ন সহীহ হাদিসে বর্ণনা এসেছে। যেমন: “এই নামায পালনকারী একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ করবে।” [তিরমিযি]

কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, ‘ইশরাকের ওয়াক্তে সূর্যের আলোয় যেভাবে পৃথিবী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ঠিক তদ্রূপ এই নামায আদায়কারীর অন্তরও আল্লাহ তা’আলা নূরে-নূরে উজ্জ্বল করে দেন।’

ইশরাক নামাযের নিয়ম: সূর্যোদয়ের ১৫ থেকে ২০ মিনিট পরে [দুই দুই করে] দুই বা চার রাকাআত নামায আদায় করবেন। নিয়ত করবেন, ‘ইশরাকের দুই রাকাআত সুন্নাত নামায আদায় করবো।’

গ. চাশতের নামায

এই নামাযের ফজিলতও বিরাট। হাদিস শরীফে আছে, যে কেউ চাশতের ১২ রাকাআত নামায পড়বে আল্লাহ তা’আলা তার জন্য বেহেশতে সোনার অট্টালিকা নির্মাণ করবেন। [মিশকাত] অপর এক হাদিস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি এই নামায নিয়মিত আদায় করে সে কখনো দরিদ্র হবে না। ওলিআল্লাহগণ বলেছেন: দু’টি জিনিষ একত্রে থাকতে পারে না- চাশতের নামায ও দারিদ্র্য। [দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম]

চাশতের নামযের নিয়ম: সূর্য যখন আকাশের এক চতুর্থাংশ উপরে উঠে যায় তখনই চাশতের নামাযের ওয়াক্ত হয়। এ সময় ইশরাকের নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। এই নামায ২, ৪, ৮ কিংবা ১২ রাকাআত পর্যন্ত পড়া যায়। তবে ৪ রাকাআত পড়াই উত্তম [রাদ্দুল মুখতার, খ. ১, পৃ. ৫০৫]।

ঘ. আউয়াবীন নামায

হাদিস শরীফে আছে, যে কেউ সালাতুল আউয়াবীন পড়বে "তাকে ১২ বছরের নফল নামাযের সওয়াব দান করা হবে" [শামাইলে তিরমিযি]।

আউয়াবীন নামায পড়ার নিয়ম: মাগরিবের পরই এই নামাযের ওয়াক্ত হয়। দুই-দুই করে ৬ রাকাআত নামায পড়বেন।

ঙ. সালাতুত তাসবীহ

একদা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বললেন, হে চাচা! আমি কি আপনাকে এমন একটি আমলের কথা বলবো না যার দ্বারা সকল গোনাহ- বড়, ছোট, গোপন ও প্রকাশ্য মুছে যাবে? এরপর তিনি সালাতুত তাসবীহ নামাযের নিয়ম বলে দিলেন। আরো বললেন, এই নামায দৈনিক একবার পড়বেন, না পারলে প্রতি শুক্রবার পড়বেন, তা-ও না পারলে মাসে একবার আদায় করবেন, এটাও না পারলে বছরে অন্তত একবার পড়বেন। আর তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে জীবনে একবার অবশ্যই আদায় করবেন। [আবু দাউদ, তিরমিযি]

সালাতুত তাসবীহ পড়ার নিয়ম: এই নামায মাকরুহ ওয়াক্ত ছাড়া দিন বা রাতের যে কোনো সময় আদায় করতে পারেন। তবে যুহরের পূর্বেই আদায় করা উত্তম। [ফাতওয়ায়ে আলমগীরী]। সালাতুত তাসবীহ নামায এক নিয়তে চার রাকআত পড়তে হয়। নামাযের উদ্দেশ্য হলো সর্বমোট ৩০০ বার:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ واللهُ اَكْبَرْ

-"সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআল্লাহু আকবার" পাঠ করা।

প্রথম রাকাআত: চার রাকাআত সালাতুত তাসবীহ সুন্নাত নামাযের নিয়ত করে নামায শুরু করবেন। অন্যান্য চার রাকাআত সুন্নাত নামাযের মতো ছানা, ফাতিহা ও সূরা পাঠ করুন। রুকুতে যাওয়ার পূর্বে ১৫ বার উক্ত তাসবীহ পড়ুন। রুকুর তাসবীহ শেষে উক্ত তাসবীহ ১০ বার পাঠ করুন। রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় আরো ১০ বার উক্ত তাসবীহ পড়ুন। এরপর সিজদায় যেয়ে সিজদার তাসবীহ শেষে উক্ত তাসবীহ ১০ বার পড়ুন। সিজদা থেকে উঠে বসাবস্থায় ১০ বার তাসবীহটি পড়বেন। দ্বিতীয় সিজদায় যেয়েও তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করুন। এরপর সোজা না দাঁড়িয়ে বসে ১০ বার তাসবীহটি পড়ে তারপর দাঁড়াবেন। এই প্রথম রাকাআতে উক্ত তাসবীহ ৭৫ বার পড়া হলো।

দ্বিতীয় রাকাআত: ঠিক একই নিয়মে দ্বিতীয় রাকাআত পড়বেন। তবে আত্যাহিয়্যাতু পাঠ করার পূর্বেই ১০ বার তাসবীহটি পড়ে নেবেন। দ্বিতীয় রাকাআতেও তাসবীহটি ৭৫ বার পাঠ করা হবে।

তৃতীয় রাকাআত: এ রাকাআত ঠিক প্রথমটির মতো হবে।

চতুর্থ রাকাআত: এ রাকাআত হবে দ্বিতীয়টির মতো। আত্যাহিয়্যাতু শুরুর পূর্বে ১০ বার তাসবীহটি পাঠ করে নেবেন। চার রাকাআতে (৪ x ৭৫) ৩০০ বার উক্ত তাসবীহ পড়া হবে। সালাম ফিরিয়ে আল্লাহর দরবারে বিনয়ের সাথে দু'আ করুন।

চ. ইস্তিখারা নামায

এই নামাযের উদ্দেশ্য হলো কোনো কাজ শুরুর পূর্বে খায়র ও বরকতের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করা। সব কাজ ইস্তিখারা করে শুরুর জন্য হাদিস শরীফে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তবে স্মরণ রাখা ভালো যে, কোনো ফরয, ওয়াজিব এবং নাজায়েয কাজের জন্য ইস্তিখারা করতে নেই। আমরা এবার ইস্তিখারার সুন্নাত তরীকা নিম্নে বর্ণনা করছি।

ইস্তিখারার সুন্নাত তরীকা: ইশার পর নতুনভাবে অযু করে প্রথমে দু'রাকাআত নামায খুব ভক্তির সাথে আদায় করবেন। এরপর নিম্নোক্ত দু'আটি খুব মনোযোগের সাথে অন্তত তিনবার পড়বেন:

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা, বি'ইলমিকা ওয়াআস্তাক্বদিরুকা, বিক্বুদরাতিকা ওয়াআসআলুকা মিন ফাদ্বলিকাল 'আজীম। ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা আক্বদিরু, ওয়াতা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়াআন্তা 'আল্লামুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইনকুন্তা তা'লামু আন্নাল হা-যাল আমরা, খাইরুল্লী ফী দ্বীনী, ওয়ামা'আশী ওয়া আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাক্বদিরহু লী ওয়াইয়াস্সিরহু লী সুম্মা বা-রিক লী ফীহ্, ওয়াইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা, শাররুল্লী ফী দ্বীনী, ওয়ামা'আশী ওয়া আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাসরিফহু আন্নী, ওয়াসরিফনী 'আনহু, ওয়াক্বদির লিয়াল খাইরা হাইছু, কা-না ছুম্মার দ্বীনী বিহ্।

ভাবার্থ: ইয়া আল্লাহ! আপনি জানেন, আমি জানি না। আপনি ক্ষমতাবান, আমি অক্ষম। অর্থাৎ, ভবিষ্যৎ ও পরিণামের খবর অন্য কেউ জানে না; একমাত্র আপনিই জানেন, আপনি সর্বশক্তিমান। মন্দকেও ভালো করে দিতে পারেন। কাজের শক্তি আপনিই দান করেন, চেষ্টাকে ফলপ্রসু করেন। সুতরাং আমি আপনার নিকট মঙ্গল চাচ্ছি ও কাজের শক্তি প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! যদি এই কাজটি আমার জন্য, দ্বীনের জন্য, দুনিয়ার জন্য, এবং আমার পরিণাম ও আখিরাতের জন্য ভালো বলে আপনি জানেন, তবে এ কাজটি আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন। এটা আমার জন্য সহজ করুন, দান করুন এতে খায়র ও বরকত। আর যদি এ কাজটি আমার জন্য, দ্বীন, দুনিয়া, পরিণাম ও আখিরাতের জন্য মন্দ বলে আপনি জানেন, তাহলে এ কাজ থেকে আমাকে বিরত রাখুন। যেখানে মঙ্গল রয়েছে- তা-ই আমার জন্য নির্ধারিত করুন। আর এতেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকার তাওফিক দিন।

দ্র: ***দু'আর মধ্যে 'হা-যাল আমরা' উচ্চারণের সময় যে কাজটি করতে চাচ্ছেন সেটির কথা মনে মনে খিয়াল করবেন।***

ওলিআল্লাহরা বলেছেন, ইখলাসের মাধ্যমে ইস্তিখারা করলে [ইঙ্গিতে] সজাগ বা ঘুমন্ত অবস্থায় [স্বপ্নযোগে] যে কাজটি করতে চাচ্ছেন তা উপকারী কী না, আল্লাহর পক্ষ থেকে জানা যাবে।

ছ. তাওবার নামায

হাদিস শরীফে আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "যে লোক কোনো গুনাহ করার পর দাঁড়িয়ে যায় ও [২ রাকাআত] নামায আদায় করে। এরপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।" এরপর তিনি পবিত্র কুরআনের এই আয়াতাংশটি তিলাওয়াত করলেন:

' وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ '

-"তারা কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে, কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে, আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে" [আলে ইমরান: ১৩৫]।

সুতরাং সালিক যদি ঘটনাক্রমে কোনো শরীয়তবিরোধী কাজ কিংবা সগীরা অথবা কবীরা গুনাহে জড়িত হয়ে পড়েন, তাহলে সাথে সাথে কাজটির জন্য আল্লাহর দরবারে ভীষণভাবে লজ্জিত হয়ে অনুতাপ করতে থাকবেন। এরপর অযু সেরে দু'রাকাআত তাওবার নামায আদায় করে খুব অনুনয়-বিনয়সহ আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করবেন। এরূপ গুনাহের

কাজ থেকে বিরত থাকতে দৃঢ় সংকল্প করবেন। এভাবে তাওবাহ করলে আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দেবেন।

তাওবার নামায পড়ার সহীহ তরীকা: প্রথমে অযু সেরে খুব মনোযোগের সাথে দু'রাকাআত নামায আদায় করবেন। এরপর নিজের গুনাহের জন্য কায়মনোবাক্যে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইবেন। তাসবীহ তাহলীল ও দরূদ শরীফ কয়েকবার পাঠ করে হাত তুলে নিচের দু'আটি কয়েকবার একান্ত আল্লাহর ধ্যানে মনেযোগসহ পাঠ করবেন:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

উচ্চারণ: লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল হালীমুল কারীম, সুবহানাল্লা-হি রাব্বিল 'আরশিল আজীম, আলহামদুলিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন, আসআলুকা মূজিবা-তি রাহমাতিক, ওয়া আযা-ইমা মাগ্‌ফিরাতিক, ওয়াল গ্বানীমাতা মিন কুল্লি বির, ওয়াস্ সালা-মাতা মিন কুল্লি ইসম্, লা তাদা'লী জাম্বান ইল্লা গ্বাফারতাহ, ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহ, ওয়ালা হা-যাতান হিয়া লাকা রিদ্বান ইল্লা ক্বাদ্বাইতাহা-, ইয়া আরহামার রা-হিমীন।

ভাবার্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনি ক্ষমাশীল ও বিজ্ঞ। প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আরশে আজীমের রব। সকল প্রশংসা মহাবিশ্বের প্রভু আল্লাহর জন্য। আমি [হে আল্লাহ] আপনার নিকট কামনা করছি যাকিছু আপনার অনুগ্রহ, বিরাট ক্ষমাশীলতা এবং সকল উত্তমতায় পৌঁছুয়ে দেয়। আমি সকল গুনাহ থেকে পানাহ চাচ্ছি। এমন কোনো গুনাহ [হে আল্লাহ!] আমার দ্বারা যেনো হয় না, যা আপনি ক্ষমা করবেন না। এমন কোনো বিষয় আমার জন্য রাখবেন না, সেটা ছাড়া যেটা আপনি প্রশস্ত করেন। এমন কোনো প্রয়োজন রাখবেন না, একমাত্র আপনি যেটা পরিপূর্ণ করেন সেটা ছাড়া- হে সর্বাধিক দয়াবান! (তিরমিযি শরীফ)

জ. হাজতের নামায

হাদিস শরীফে আছে, হযরত হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "যখনই কোনো জটিল ব্যাপার উপস্থিত হতো তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদয় করতেন।" [আহমদ, আবু দাউদ, ফাতহুল বারী]

হাজতের নামায যে কোনো [হালাল ও শরীয়তসম্পন্ন] প্রয়োজনে একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ওলিআল্লাহদের সকলেই এই নামায পড়ে আসছেন আদি যুগ থেকে। আমার শায়খ কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন: **“যে কোনো কাজের জন্য নামায পড়ে আল্লাহর নিকট আবদার করো। দেখবে এটি সহজ হয়ে গেছে।”**

বিপদ-আপদ থেকে বাঁচা, অভাব-অনটন থেকে মুক্তি, শরীয়তসম্মত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ, আমল-ঈমান বৃদ্ধি, নিজের ও অপরের কোনো উপকার হাসিল ইত্যাদির জন্য সালাতুল হাজত খুব বেশি কার্যকরী হয়ে থাকে।

হাজতের নামায মাত্র দু’রাকাআত। নামায শেষে দু’আর মধ্যে থেকে আপনি যে কাজ বা উদ্দেশ্যে সালাতুল হাজত নামায আদায় করেছেন, সে ব্যাপারে অনুনয়-বিনয়সহ আল্লাহর দরবারে আবদার জানাবেন। ইনশাআল্লাহ! আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য পাবেন। আমরা সবাই একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য চাই এবং তাঁরই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।

সবক -১৩
মুরাক্বাবা

তরীকতের সালিক জিকির-শুগলের মাধ্যমে এক পর্যায়ে বাহ্যিক ও গুপ্ত সকল প্রকার নূর দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠেন। তার শিরা-উপশিরায় জিকিরের প্রভাব স্থায়ী হয়। তার মধ্যে আল্লাহর স্মরণ ‘**জারি**’ হয়ে যায়। এ পর্যায়ে উন্নীত মুরীদকে তার শায়খ ‘**মুরাক্বাবা**’র সবক দিয়ে থাকেন।

মুরাক্বাবার অর্থ একাগ্রমনে ধ্যান করা। সাধারণত পীর সাহেব মুরীদের বাহ্যিক ও আত্মিক অবস্থার উপর বিবেচনা করে বিশিষ্ট ধরনের মুরাক্বাবার সবক দিয়ে থাকেন। নিম্নে কয়েকটি মুরাক্বাবার বর্ণনা তুলে ধরছি। খিলাফত বা ইযাজত পেয়েছেন এরূপ শায়খের জন্য বর্ণিত যে কোন মুরাক্বাবা ইচ্ছা হলে পালন করতে কোন অসুবিধা নেই। এতে অবশ্যই লাভবান হবেন। সাধারণ মুরীদের জন্য স্বীয় পীরের অনুমতি ছাড়া মুরাক্বাবায় নিমগ্ন হওয়া উচিৎ নয়।

১. হাদ্বির-নাজির মুরাক্বাবা

আমরা সবাই জানি আল্লাহ তা’আলা সর্বদাই হাদ্বির-নাজির। তিনি আমাদের শাহরগ থেকেও নিকটে। এই সত্যটি উদঘাটনের জন্য তরীকতের শায়খরা একটি মুরাক্বাবার উদ্ভাবন করেছেন। এর নিময় হলো: নামাযে শেষ বৈঠকের মতো বসবেন। হাঁটুর উপর মাথা ঠেকিয়ে আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে নিজের মন-মানসিকতাকে শূন্য করে দেবেন।

এরপর খুব ধ্যানস্থ হয়ে মনোযোগসহ অর্থের দিকে খিয়াল রেখে ‘**আউযুবিল্লাহ**’ ও ‘**বিসমিল্লাহ**’ শরীফ পুরোটা পাঠ করবেন। তারপর খুব খুজু-খুশুর সঙ্গে ‘**আল্লাহু হাদ্বিরী, আল্লাহু নাজিরী, আল্লাহু মা’য়ী**’[اللّٰہ حضری- اللّٰہ ناظری - اللّٰہ معی] পাঠ করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ সর্বদাই আমার নিকট উপস্থিত, আল্লাহ সর্বদা আমাকে দর্শন করছেন, আল্লাহ সর্বদা আমার সঙ্গী। অর্থের দিকে খিলায় রেখে উক্ত তিনটি কালামের ধ্যানে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দেবেন।

এই মুরাক্বাবা প্রথম দিকে কিছুটা কঠিন মনে হয়। কিন্তু বার বার চেষ্টা করতে থাকলে এর হাক্বিক্বাত উন্মোচন হবে। পরে এই মুরাক্বাবা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। একমাত্র আল্লাহ তা’আলার ফজল ও করমের উপরই আমরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

২. মুরাক্বাবায়ে রু’ইয়াত:

এই মুরাক্বাবা দ্বারা পরম সত্তার দর্শনের ধ্যান করা হয়। আল্লাহ তা’আলা তাঁর পাক কালামে ইরশাদ করেন:

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرٰى

অর্থাৎ “সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?” [আলাক্ব : ১৪]

উক্ত আয়াতে করীমের উপর গভীর ধ্যান করাই হলো এই মুরাক্বাবার উদ্দেশ্য।

৩. মুরাক্বাবায়ে মা’য়িআত

এই মুরাক্বাবা দ্বারা পরম সত্তার সংসর্গের ধ্যান করা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন।” [হাদীদ : ৪]

মুরাক্বাবার সময় উপরোক্ত আয়াতে করীমের আলোকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহ তা’আলা আমাকে গোপনে-প্রকাশ্যে, সুস্থতা-অসুস্থতায় যাবতীয় অবস্থাতে সর্বদা দেখছেন এবং আমার সঙ্গে আছেন। ইনশাআল্লাহ! ক্রমান্বয়ে উক্ত আয়াতের হাক্বিক্বাত আপনার নিকট উন্মোচন হবে।

৪. মুরাক্বাবায়ে আক্বরাবিয়্যাত

এই মুরাক্বাবার উদ্দেশ্য হলো পরম সত্তার নৈকট্য লাভ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা ইরশাদ করেন:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

"আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।" [ক্বাফ : ১৬]

উক্ত আয়াতে পাকের অর্থ ও মর্মের প্রতি গভীর ধ্যান করবেন। এই মুরাক্বাবার ফায়দা বিরাট। আল্লাহ তা'আলা যে সর্বাপেক্ষা নিকটতম সত্তা তা আপনার নিকট দিবালোকের মতো স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

৫. মুরাক্বাবায়ে ওয়াহদাত

আল্লাহ ব্যতীত আদৌ যে, বাস্তবে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই তা-ই উন্মোচন হবে এই মুরাক্বাবা দ্বারা। সালিক এই মুরাক্বাবার সময় প্রত্যক্ষ করবেন যে, সমগ্র বিশ্বব্যাপী শুধু একমাত্র আল্লাহর সত্তা চিরবিদ্যমান। এই অবস্থাকেই বলে '**হামা উস্ত**'- সবকিছুতেই শুধু আল্লাহ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।" [হাদীদ : ৩]

উক্ত আয়াতে করীমের মর্ম ও অর্থের প্রতি খিয়াল রেখে এই মুরাক্বাবা করতে হয়। ইনশাআল্লাহ! ক্রমান্বয়ে আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের স্বরূপ আপনার নিকট উন্মোচন হবে।

৬. মুরাক্বাবায়ে ফানা

এই মুরাক্বাবা দ্বারা নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়া হয়। এটাকে তরীকতের ভাষায় '**ফানা ফিল্লাহ**' বলে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল, একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া।" [আর-আরহমান : ২৬-২৭]

উক্ত আয়াতে করীমের মর্ম ও অর্থের প্রতি খিয়াল রেখে এই মুরাক্বাবা করতে হয়। ইনশাআল্লাহ! ক্রমান্বয়ে আপনি '**ফানা ফিল্লাহ**'র স্তরে উপনীত হবেন। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই চিরবিরাজমান দেখতে পাবেন। নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত আপনার নিকট আর

বোধগম্য হবে না। পরিষ্কার হয়ে ওঠবে, আমাদের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার অসারতা ও মূল্যহীনতা।

৭. আরো কিছু উচ্চ পর্যায়ের মুরাক্বাবা

(ক) সর্বত্র আল্লাহ তা'আলা বিরাজমান: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।" [বাক্বারাহ: **১১৫**]

(খ) আল্লাহ সর্বদা মানুষের অবস্থা নিরীক্ষণ করেন: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

"আল্লাহ সতত তোমাদের অবস্থা নিরীক্ষণ করেন।" [আহযাব : ৫২]

(গ) সবকিছু আল্লাহর মুষ্ঠি বলয়ে: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا

"যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে, সব আল্লাহরই। সব বস্তু আল্লাহর মুষ্ঠি বলয়ে।" [নিসা : **১২৬**]

(ঘ) সবার মধ্যে তিনি রিবাজমান: আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে পাকে বলেন:

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

"এবং [তিনি] তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না?"। [জারিয়াত : **২১**]

উক্তসব আয়াতের গভীর মর্ম অনুধাবনের উদ্দেশ্যে সুফিয়ায়ে কিরাম মুরাক্বাবা করে থাকেন।

(ঙ) অস্তিত্বহীন হওয়ার কল্পনা দ্বারা মুরাক্বাবা: আমরা জানি অস্তিত্ব শুধু আল্লাহরই। সুতরাং ধ্যান করতে হবে- 'আমার কোনো অস্তিত্ব নেই'। এই মুরাক্বাবার ফলে আল্লাহর বাণী: "সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে" -এর মর্মার্থ উদ্ঘাটন হবে। বিলুপ্ত হবে সালিকের অন্তর থেকে 'নিজ' নামক বাতিল ধারণাটি, যা হচ্ছে মনজিলে মকসূদে পৌঁছুনোর পথে বড়ো একটি বাঁধা।

(চ) ঘোর আঁধারে নিমজ্জিত হওয়ার মুরাক্বাবা: কোনো বস্তুর মাঝে আল্লাহর সত্তাকে অনুসন্ধান আদৌ যুক্তিসম্পন্ন নয়। বস্তুর বিলুপ্তি হলে কিন্তু সবকিছু ঘোর আঁধারে নিমজ্জিত হবে। সুফিয়ায়ে কিরাম জাতে ইলাহীকে তাই অনন্ত এক আঁধার রাশি বলে ভাবেন এবং নিজেকে ঐ আঁধারে বিলুপ্ত করে একটি ছায়া বলে মনে করেন। এই মুরাক্বাবার ফলাফল হলো, যদি আল্লাহ চাহে তো হঠাৎ তাঁর পবিত্র সত্তার অস্তিত্ব উজ্জ্বল হয়ে আঁধারকে ছেদে সালিকের অন্তর চোখে ধরা দেবে। সালিক মা'রিফাতের উচ্চতর মাক্বামে আরোহণ করবে।

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর মা'রিফাত দ্বারা আলোকিত করুন এবং স্বীয় রহমতের দরিয়ায় ভাসিয়ে দিন। আমীন।

চিশতিয়া-সাবিরিয়া-ইমদাদিয়া-রশীদিয়া শাজারাহ মুবারক

আমি (মাওলানা) ফারুক আহমদ জকিগঞ্জীর শ্রদ্ধেয় পীর সাহেব-

১. শাইখুল মাশাইখ কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: শুক্রবার জুমু'আতুল বিদা, ৩০ রামাদ্বান **১৪৩১** হিজরী, ২৬ ভাদ্র **১৪১৭** বাংলা, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১০ ঈসায়ী, সমাধি: কাতিয়া মাদ্রাসা মাঠ, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ)।

২. শাইখুল মাশাইখ শাহ ডাক্তার আলী আসগর নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১০ মার্চ **১৯৭২** ঈসায়ী, সমাধি: নূরগাঁও, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, বাংলাদেশ)।

৩. শাইখুল মাশাইখ কুতবে আলম শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: শুক্রবার **১৩** জুমাদিউল উলা, **১৩৭৭** হিজরী, ৫ ডিসেম্বর **১৯৫৭** ঈসায়ী, সমাধি: মাকবারায়ে কাসিমী, দেওবন্দ, ভারত)।

৪. শাইখুল মাশাইখ কুতবে যামান হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: শুক্রবার ৯ জুমাদিউস সানী **১৩২৩** হিজরী, **১১** আগষ্ট **১৯০৫** ঈসায়ী, সমাধি: গাংগুহ শরীফ, সাহারানপুর, ভারত)।

৫. শাইখুল মাশাইখ হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: **১২** জুমাদাল উলা **১৩১৭** হিজরী, সমাধি: জান্নাতুল মু'আল্লা, মক্কা মুয়াজ্জমা)।

৬. শাইখুল মাশাইখ হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ যানজানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৪ রামাদ্বান **১২৫৯** হিজরী, সমাধি: যানজানা, মুজাফফরনগর, ভারত)।

৭. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ হাজী আব্দুর রহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ২৭ জিলকদ **১২৪৬** হিজরী, সমাধি: পানজার, পাঞ্জাব, পাকিস্তান)।

৮. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আব্দুল বারী আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: **১১** শা'বান **১২৪৬** হিজরী, সমাধি: আমরুহা, মুরাদাবাদ, ভারত)।

৯. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আব্দুল হাদী আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৪ রামাদ্বান **১১৯০** হিজরী, সমাধি: আমরুহা, মুরাদাবাদ, ভারত)।

১০. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ অইযদুদ্দীন আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: **১৭** রজব **১১৭২** হিজরী, সমাধি: আমরুহা, মুরাদাবাদ, ভারত)।

১১. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ মুহাম্মদ মক্কী জাফরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: অজ্ঞাত)।

১২. শায়খুল মাশাইখ হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদী আকবরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৩ রজব ১১০৭ হিজরী, সমাধি: আগ্রা, দিল্লী, ভারত)।

১৩. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ মুহিবুল্লাহ এলাহাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১৯ রজব ১০৫৮ হিজরী, সমাধি, এলাহাবাদ, ভারত)।

১৪. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আবু সাঈদ আসআদ গাংগুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: বরিউল আউয়াল ১০৪০ হিজরী, সমাধি: গাংগুহ শরীফ, সাহারানপুর, ভারত)।

১৫. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ নিযামুদ্দীন বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৮ রজব ১০০৫ হিজরী, সমাধি: বল্খ, আফগানিস্তান)।

১৬. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ জালালুদ্দীন জলীল তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১৪ জিলহাজ্জ ৯৮৯ হিজরী, সমাধি: তানেশ্বর, হারিয়ানা, ভারত)।

১৭. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাংগুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ২৫ জুমাদাল উখরা ৯২৪ হিজরী, সমাধি গাংগুহ শরীফ, সাহারানপুর, ভারত)।

১৮. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ মুহাম্মদ আরিফ রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: সফর ৮৯৮ হিজরী, সমাধি: রাদূলী, ফায়জাবাদ, উত্তর প্রদেশ, ভারত)।

১৯. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আহমদ আরিফ সাহেব রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: সফর ৮৮২ হিজরী, সমাধি: রাদূলী, ফায়জাবাদ, উত্তর প্রদেশ, ভারত)।

২০. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আহমদ আব্দুল হক রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: জুমাদাল উখরা ৮৩৭ হিজরী, সমাধি: রাদূলী, ফায়জাবাদ, উত্তর প্রদেশ, ভারত)।

২১. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ জালালুদ্দীন কবিরুল আউলিয়া পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: জিলকদ ৭৬৫ হিজরী, সমাধি: পানিপথ, ভারত)।

২২. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ শামসুদ্দীন তুর্কী পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৭১৬ হিজরী, সমাধি: পানিপথ, ভারত)।

২৩. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আলাউদ্দীন আলী আহমাদ সাবিরী কালিয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৬৯০ হিজরী, সমাধি: পীরান কালিয়ার, ইউপি, ভারত)।

২৪. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর উজুদাহনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৫ মুহাররম ৬৫৪/৬৬৬ হিজরী, সমাধি: পাকপাটান, পাঞ্জাব, পাকিস্তান)।

২৫. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১৪ রবিউল আউয়াল ৬৩৩ হিজরী, কুতুব মিনার, দিল্লী ভারত)।

২৬. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী সানজারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৬ রজব ৬৩২ হিজরী, সমাধি: আজমির শরীফ, ভারত)।

২৭. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ খাজা আবু মনসুর উসমান হারূনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৫৯৭/৬৩৩ হিজরী, সমাধি: জান্নাতুল মু'আল্লা, মক্কা মুয়াজ্জমা)।

২৮. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ হাজী নূরুদ্দীন শরীফ জানদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: রজব ৫৮৪ হিজরী, সমাধি: কুনূহ, সিরিয়া)।

২৯. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ খাজা কুতুবুদ্দীন মাওদুদ চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৫২৭/৫৭৭ হিজরী, সমাধি: চিশত, আফগানিস্তান)।

৩০. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আবু ইউসুফ নাসির উদ্দীন বিন সামান হুসাইনী চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১ জুমাদাল উলা, ৫৫৯ হিজরী, সমাধি: চিশত, আফগানিস্তান)।

৩১. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আবু মুহাম্মদ বিন আবি আহমদ চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: রবিউল আউয়াল ৪১১ হিজরী, সমাধি: চিশত, আফগানিস্তান)।

৩২. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আহমদ আবদাল চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৩৫৫ হিজরী, সমাধি: চিশত [বর্তমান আফগানিস্তানের হিরাত প্রদেশের একটি ছোট্ট শহর])।

৩৩. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আবু ইসহাক শরফউদ্দীন শামী চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৩২৯ হিজরী, সমাধি শাম [সিরিয়া])।

৩৪. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ খাজা মুমশাদ উলুবী দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: মুহাররম ২৯৯ হিজরী, সমাধি: বাগদাদ, ইরাক)।

৩৫. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ খাজা আবু হুবাইরা বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: শাওয়াল ২৭৫ হিজরী, সমাধি: বসরা, ইরাক)।

৩৬. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ হুজাইফা মারআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১৫২ হিজরী, সমাধি: বসরা, ইরাক।)

৩৭. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ সুলতান ইব্রাহীম ইবনে আদহাম বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১৬৬ হিজরী, সমাধি: শামদেশ [সিরিয়া]।)

৩৮. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: মুহাররম ১৮৭ হিজরী, সমাধি: জান্নাতুল মু'আল্লা, মক্কা মুয়াজ্জমা।)

৩৯. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ খাজা আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে জায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ২৭ সফর ১৭৬-১৮৬ হিজরী, সমাধি: বসরা, ইরাক।)

৪০. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ খাজা হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৪ মুহাররম ১১০ হিজরী, সমাধি: বসরা, ইরাক।)

৪১. মদীনাতুল আমীরুল মু'মিনীন হাদিয়ে আলম শেরে খোদা হযরত আলী ইবনে আবুতালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু (শাহাদাতবরণ: ২১ রামাদ্বানুল মুবারক ৮০ হিজরী, সমাধি: নাজাফ, ইরাক।)

৪২. সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা, নবীয়ে দু'জাহাঁ হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ওফাত: ১২ রবিউল আউয়াল ১০ হিজরী, রওজায়ে আতহার শরীফ: মসজিদে নববী, মদীনা মুনাওয়ারা) -এর তোফায়েলে এবং উক্ত সকল আউলিয়ায়ে কিরাম ও জানফেদা আশিকীনের ওয়াসিলায়, হে রাব্বুল আলামীন! আপনার পবিত্র দরবারে করুণ ফরিয়াদ করছি, মেহেরবানী করে গাইরুল্লাহর কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে আপনার মা'রিফাত, ইশক ও মুহাব্বাতের নূর দ্বারা আমি ও এই গ্রন্থের সকল সহযোগিতাকারী, শুভাকাঙ্ক্ষী, অর্থদানকারী ও পাঠকদের বক্ষরাজি গুলজার করে দিন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

আউলিয়ায়ে কিরামের বাণী

"সুফি তারা যারা অন্য সবকিছু থেকে আল্লাহকে অধিক ভালোবাসেন। সুতরাং আল্লাহও তাঁর সৃষ্ট সবকিছু থেকে তাদেরকে ভালোবাসেন" [**হযরত যুননুন মিশরী রাহিমাহুল্লাহ**]।

"সুফি তিনি যিনি তার নিজ থেকে অনুপস্থিত এবং প্রভুর সাথে উপস্থিত" [**হযরত আলী ইবনে উসমান হাজবিরী দাতা গঞ্জেবখশ রাহিমাহুল্লাহ**]।

দরবেশ সম্পর্কে জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হলো, তিনি জবাব দিলেন, "পানির রঙ নির্ভর করে এর পাত্রের রঙের উপর। তাহলে, দরবেশের স্বরূপ সর্বদাই নির্ভর করবে ঐ মুহূর্তে তার মাক্বাম (বা স্তরের) উপর" [**হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ**]।

"আদর্শ সুফি তিনি নন যিনি নির্জনে একক সত্তার উপাসনায় লিপ্ত, তিনিও নন যিনি মানুষের সঙ্গ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে তরকে দুনিয়া হয়েছেন। আসল সুফি তিনি যিনি মানুষের মধ্যেই চলাফেরা করেন, তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া, ওঠাবসা, ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ-শাদী এবং সামাজিক কার্য-কলাপে অংশগ্রহণ করেন কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল নন" [**হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহিমাহুল্লাহ**]।

"তোমার অবস্থা যেটাই থাকুক সন্ধান করতে থাকো। হে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি, পানির সন্ধান থেকে বিরত হয়ো না। একদা তুমি অবশ্যই ঝরণার নিকটে পৌঁছে যাবে" [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহিমাহুল্লাহ**]।

"এ রাস্তায় কঠোর চেষ্টা-সাধনায় অব্যাহত থাকো, শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ার পূর্ব পর্যন্ত থেমো না; কারণ সেই শেষ নিঃশ্বাসের সময়ও সর্বজ্ঞানীর পক্ষ থেকে করুণার দৃষ্টি এসে পড়ে যেতে পারে" [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহিমাহুল্লাহ**]।

"মুর্শিদ নির্বাচন করো, তাঁকে ছাড়া এই ভ্রমণে শুধু শুধু মহাপরীক্ষা, ভীষণ ভয় ও মহাবিপদ। পথপ্রদর্শক ছাড়া তুমি এই রাস্তা হারাবে। কখনো এই রাস্তায় একা পা বাড়াবে না" [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহিমাহুল্লাহ**]।

"প্রেমের এই পথে একটি পদক্ষেপও নেবে না, উত্তম কোনো পথপ্রদর্শক ছাড়া। আমি শতবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি" [**হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন হাফিজ সিরাজী রাহিমাহুল্লাহ**]।

"যে কেউ এ রাস্তায় মুর্শিদ ছাড়া চলবে, দু'দিনের ভ্রমণপথ অতিক্রম করতে তার প্রয়োজন হবে দু'শ বছর!" [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহিমাহুল্লাহ**]।

মুর্শিদ ও মুরীদঃ “কথা যদি হৃদয় থেকে বের হয় তাহলে তা হৃদয়ে ঢুকবে, আর তা যদি জিহ্বা থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে তা কর্ণ অতিক্রম করবে না” [**হযরত শিহাবুদ্দীন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ**]।

“আল্লাহর কামিল মুর্শিদকে তিনটি চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবেঃ তাদের চিন্তা সর্বদা আল্লাহকে নিয়ে, তাদের বসবাস আল্লাহর সাথে এবং তাদের ব্যবসা আল্লাহর সঙ্গে” [**হযরত মারুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ**]।

“সামান্যতম অহমিকাসহ কেউ যদি স্বীয় মুর্শিদ বা অন্য কোন তাপসের দরবারে যায় তাহলে কোন লাভ হবে না” [**হযরত মুমশাদ দিনওয়ারী রাহিমাহুল্লাহ**]।

“শুধুমাত্র তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানির সন্ধান করে না, পানিও তৃষ্ণার্তকে খুঁজে” [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহিমাহুল্লাহ**]।

“জিকির অর্থ আল্লাহ ছাড়া সবকিছু ভুলে যাওয়া” [**হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহিমাহুল্লাহ**]।

“প্রেমাস্পদ আল্লাহকে তোমার হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত রাখো। তোমার হৃদয়ের উপাসনা হয়ে যাক যিকরুল্লাহ” [**হযরত আব্দুল খালিক গুজদাওয়ানী রাহিমাহুল্লাহ**]।

“আশীর্বাদপূর্ণ যৌবনকাল অত্যন্ত মূল্যবান; আল্লাহর জিকিরের সুন্দর রঙে একে রঙ্গীন করে তুলো” [**হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রাহিমাহুল্লাহ**]।

“হে আমার প্রতিপালক! এই জগতে আমার জন্য যা কিছু রেখেছো তা সবই তোমার শত্রুদের মধ্যে বণ্টন করে দাও, এবং যা কিছু আমার জন্য পরজগতে রেখেছো তা সবই তোমার বন্ধুদের মধ্যে ভাগ করে দিও- আমার জন্য শুধু তুমিই যথেষ্ট” [**হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা**]।

“সুফির জন্য মুরাকাবা হলো সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ধন, এটার মাধ্যমে নীরবতা ও আল্লাহভীতি অর্জিত হয় যা এ রাস্তায় প্রভু পর্যন্ত পৌঁছার উপায়” [**হযরত হারিস ইবনে আসআদ মুহাসিবী রাহিমাহুল্লাহ]**।

“যে আল্লাহর উপাসনা করে না, সে মানুষের উপাসনা করতে বাধ্য হয়” [**হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী রাহিমাহুল্লাহ**]।

কামিল নামাযঃ নামায থেকে ফারিগ হতে অন্তরে না চাইলেই বুঝতে হবে নামায কামিল হয়েছে [**কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহ**]।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়ানুসল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম-

কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহর স্মৃতিবিজড়িত

الخانقاه الأمينية الأصغرية الجامعة الإمدادية القومية

খানক্বায়ে আমীনিয়া–আসগরিয়া জামিয়া ইমদাদিয়া ক্বাওমিয়া

আলী সেন্টার (৪র্থ তলা), সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।

দানপত্র ডকুমেন্ট নং. ১১৯৩১, তাং. ১৩/১২/২০১২

*** আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তা'লিম বাংলাদেশ বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান- ইলহাক নং. ০৬৬৪**

*** হুফফাজুল কুরআন বাংলাদেশ বোর্ড ও রাবেতা বোর্ডের নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান।**

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু!

আপনাদের সুপরিচিত **'খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া জামিয়া ইমদাদিয়া ক্বাওমিয়া'** প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২৪/০৯/২০১০ ইং তারিখে **কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহ** ও আলী সেন্টারের মালিক **হাজী আলী আসগর রাহিমাহুল্লাহর** নির্দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বর্তমানে এতে তিনটি বিভাগ চালু হয়েছে।

১. তাযকিয়ায়ে নফস বিভাগ [আত্মশুদ্ধি বিভাগ]
২. তাফাক্কুর ও ইশাআত বিভাগ [গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ]
৩. তা'লিম বিভাগ [শিক্ষা বিভাগ]।

আত্মশুদ্ধি বিভাগঃ দাওয়াত, তা'লিম, যিকির, ইবাদত, খিদমত, রিয়াযত ও মুজাহাদার নিমিত্তে প্রতি ইংরেজি মাসের ২৮ তারিখ দিনগত রাতে ইসলাহী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি রমজানে ১ম ২০ দিনব্যাপী ইসলাহী জুড় এবং এরপর নির্দিষ্ট মসজিদে ই'তিক্বাফ হয়। প্রতি শুক্রবার বিকেল ৩টা-৫টা পর্যন্ত মহিলাদের তা'লিম ও মুজাকারা এবং বাদ-মাগরিব পুরুষদের তা'লিম ও মুজাকারা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে হিফজশাখার ছাত্রদের সমন্বয়ে সফিনা খতমের মাধ্যমে শবগুজারি হয়। প্রতি মাসে

৩ দিনের জামাআতে বের হওয়ার ব্যবস্থা হয়।

গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগঃ দাওয়াত, তা'লিম, যিকির, ইবাদত, খিদমত, রিয়াযত ও মুজাহাদার নিমিত্তে ইতোমধ্যে 'আউলিয়ায়ে চিশত', 'আউলিয়ায়ে নকশবন্দ', 'আউলিয়ায়ে ক্বাদিরীয়া', 'আউলিয়ায়ে সুহরাওয়ার্দিয়া', 'আল-ফুরক্বান (বঙ্গানুবাদ)', 'রিসালাতুল কুশাইরী (বঙ্গানুবাদ)', 'চার মাজহাবের আলো' ইত্যাদিসহ প্রায় ৫৫টি কিতাব প্রকাশ হয়েছে। এ বিভাগকে সঠিকভাবে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে উলামা-মাশাইখ, ইসলামী লেখক, গবেষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ২১ সদস্যবিশিষ্ট একটি মজলিসে শূরা গঠিত হয়েছে।

এই লিংকে আমাদের বই দেখুনঃ

https://archive.org/search.php?query=Engineer+Azizul+Bari&sort=-publicdate

শিক্ষা বিভাগঃ এ বিভাগে ৩টি শাখা আছেঃ **১. নূরানী একাডেমী [প্রাইমারী শিক্ষাদান]**

২. হিফজ শাখাঃ এ শাখায় বর্তমানে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পেশাজীবী, কলেজ-ভার্সিটির ছাত্রসহ প্রায় ৪০ জন অধ্যয়নরত আছেন।

৩. আদাবিল্ আরবীঃ এ শাখায় আছে ২টি উপশাখা- (১) আদাবিল আরবিঃ আরবি ভাষা সরফ-নাহুসহ শিক্ষাদান। (২) মহিলা উপশাখা- খামিছা-সাবিয়া- এ ২টি জামাআত বর্তমানে চালু আছে।

দানের খাতসমূহঃ

*** বিল্ডিং এর পঞ্চম তলায় ছাত্রাবাস ও ক্লাশরুম নির্মাণ**

*** কিতাব প্রকাশনা**

*** আসাতিজায়ে কিরামের ভাতা**

উল্লেখিত বিভিন্ন দ্বীনি কাজে যে যেভাবে পারেন অংশগ্রহণ করার আহবান জানাচ্ছি।

[শায়খ মাওলানা] **ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী**
প্রতিষ্ঠাতা প্রধান পরিচালক, অত্র খানক্বাহ্ ও জামিয়া
মোঃ ০১৭৩ ৭৯১৩৪৬৩